সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক

কালের আলো

KALER ALO ■ PRGI No. TRBEN/25/A0016 ■ Vol-4 ■ Issue-69 ■ Tuesday, 8 September, 2026 ■ মঙ্গলবার, ২১ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ■ ৮ পৃষ্ঠা ■ মূল্য- ৫ টাকা

আগ্নেয়াস্ত্রের আস্ফালন

আগরতলায় গুলিভর্তি দুই পিস্তল সহ আটক বিহারি জুটি

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। পুজোর মুখে রাজধানী আগরতলায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শালবাগান বিএসএফ ফ্রন্টিয়ারের সামনে থেকে দু'টি অত্যাধুনিক পিস্তল ও তাজা কার্তুজসহ বহিঃরাজ্যের দুই যুবককে আটক করেছে আসাম রাইফেলস। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি ম্যাগাজিন এবং আট রাউন্ড তাজা কার্তুজও উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া দু'টি আগ্নেয়াস্ত্রই ৭.৬২ এমএম বোরের বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্ত্র পাচারের নেপথ্যে থাকা চক্রের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩৫ আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা শালবাগান এলাকায় অভিযান চালান। শালবাগান বিএসএফ ফ্রন্টিয়ারের সামনে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসতেই দুই যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে তাঁদের কাছ থেকে দুটি অত্যাধুনিক পিস্তল, তিনটি ম্যাগাজিন এবং আট রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়।

সোমবার দুপুরে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুই যুবকের নাম সুরজ কুমার ও শ্রীকান্ত কুমার। তাঁদের মধ্যে সুরজ কুমারের বাড়ি বিহারের বৈশালী জেলায় এবং শ্রীকান্ত কুমারের বাড়ি বিহারের রামসি জেলায়। উদ্ধার হওয়া দুটি পিস্তলের মধ্যে একটি অস্ত্রে 'ইউএস মেড' লেখা রয়েছে। অন্য পিস্তলটিতে কোনও দেশের নাম বা নির্দিষ্ট কোনও সিলছাপ্পা পাওয়া যায়নি। উভয় অস্ত্রই ৭.৬২ এমএম বোরের।

আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা ধৃতদের এনসিসি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত ধৃতদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। প্রাথমিক জেরায় অস্ত্র পাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তদন্তকারীদের হাতে এসেছে বলে জানা গেছে।

সোমবার ধৃত দুই যুবককে পাঁচ দিনের পুলিশি রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করে এনসিসি থানার পুলিশ। আদালতের অনুমতি নিয়ে তাঁদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্রের উৎস এবং পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য এখন উদ্ধার হওয়া অস্ত্র দুটি কোথা থেকে ত্রিপুরায় আনা হয়েছিল এবং কার কাছে সেগুলি পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তা খুঁজে বের করা। পাশাপাশি এই অস্ত্র পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অস্ত্রের 'ব্যাকওয়ার্ড' এবং 'ফরওয়ার্ড' লিঙ্ক অনুসন্ধান করে পুরো চক্রের হদিশ পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ দশ বছর পর ত্রিপুরা ট্রাইব্যাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ এবং টিএসআর-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাজধানীর বুকে দুটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

বিশেষ করে দুর্গাপুজোর আগে শহরে অস্ত্রের এই চালান আটক হওয়ায় বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল কি না, নাকি এগুলি অন্য কোনও জায়গায় পাচারের পরিকল্পনা ছিলতা জানতে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

স্বাস্থ্য বিপ্লবের 'নগ্ন ছবি'-টুলে ভর রোগীর

হুইলচেয়ার লাপাতা, জিবিপি হাসপাতালে নিদারুণ দুর্ভোগ

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন এবং 'স্বাস্থ্য বিপ্লব'-এর কথা জোরের সঙ্গে বলা হলেও রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল তথা এজিএমসি-তে রোগীদের জন্য ন্যূনতম পরিষেবা নিয়েই উঠছে গুরুতর প্রশ্ন। হাসপাতালের আউটডোরে হুইলচেয়ার ও স্ট্রেচারের অভাবে রোগীদের চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি সোমবার এক রোগীকে বসার টুলের উপর ভর করে চিকিৎসকের কক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য সামনে এসেছে। ঘটনায় হাসপাতালের পরিষেবা ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি জিবিপি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ও ফ্যাকাল্টিদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর পর থেকে হাসপাতালে বহির্বিভাগে রোগীর চাপ আরও বেড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। কিন্তু সেই অনুপাতে রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিকাঠামো এবং পরিষেবা কতটা বাড়ানো হয়েছে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

সোমবার জিবিপি হাসপাতালের আউটডোরে দেখা যায়, জনৈক রোগী স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছেন না। তাঁকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে অথবা স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বসার টুলের উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চিকিৎসকের কক্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একই দিনে পায়ে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত আরও এক রোগীকেও অত্যন্ত কষ্ট করে আউটডোরে চলাফেরা করতে দেখা যায়।

পরিস্থিতির কথা জানাতে গিয়ে ওই রোগীর পরিজন জানান, তিনি একাই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। রোগীর চলাফেরার ক্ষমতা না থাকায় তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে হুইলচেয়ার কিংবা স্ট্রেচার চেয়েছিলেন। কিন্তু তা পাননি বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তিনি হাসপাতালের বেশ কয়েকজনের কাছে সাহায্য চেয়েও সাড়া পাননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বসার টুলের উপর ভর দিয়ে রোগীকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়েছে। ওই রোগীর পরিজনের *সাতের পাতায় দেখুন*

মামলার জটে 'সাতকাহন'

দিশাহীন টেট উত্তীর্ণদের হা-হুতাশ

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ২০২৪ সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ইউজিটি ও জিটি চাকরিপ্রার্থীর অবিলম্বে মেধাতালিকা প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে সোমবার টিআরবিটি চেয়ারম্যানের কাছে গণডেপুটেশন প্রদান করলেন টেট উত্তীর্ণরা। দীর্ঘদিন ধরে মেধাতালিকা প্রকাশ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক মামলা বিচারাধীন থাকায় আপাতত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয় বলে ডেপুটেশনকারীদের জানিয়ে দিয়েছে টিআরবিটি কর্তৃপক্ষ।

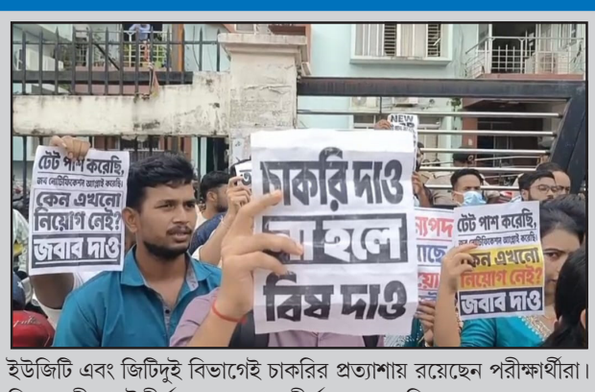

জানা গেছে, ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত টেট পরীক্ষায় মোট ১৮৫৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণদের মধ্যে ইউজিটি এবং জিটিদুই বিভাগেই চাকরির প্রত্যাশায় রয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। কিন্তু পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়নি। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া কবে সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

এদিন মেধাতালিকা প্রকাশ ও দ্রুত নিয়োগের দাবিতে টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা শিক্ষা ভবনে গিয়ে টিআরবিটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানান। পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য, তাঁরা একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নানা কারণে মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে সরাসরি ডেপুটেশন দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই এদিন টিআরবিটি চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ হন তাঁরা। *সাতের পাতায় দেখুন*

প্রেম ভাঙার অভিমানে নিভে গেল দিয়া-র জীবন

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। প্রেমের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মনোমালিন্যের জেরে কলেজছাত্রীর ফাঁসিতে আত্মহত্যার ঘটনায় বামুটিয়া এলাকায় চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত ছাত্রীর নাম দিয়া সরকার (১৯)। তিনি মোহনপুরের স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বামুটিয়া এলাকার বাসিন্দা দিয়া সরকারের সঙ্গে জনৈক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এরপর থেকেই দিয়া মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বলে জানা গেছে। এরই মধ্যে সোমবার তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। *সাতের পাতায় দেখুন*

নেশা নয়, মাঠেই ভবিষ্যৎ গড়ুক রাজ্যের যুব সমাজ ঃ মন্ত্রী টিংকু

২৬০ জুডো খেলোয়াড়ের লড়াই, পানিসাগরে ক্রীড়ার মহারণ

কালের আলো প্রতিনিধি, পানিসাগর, ৭ সেপ্টেম্বর।। খেলার মাঠ থেকেই জীবনে বড় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। খেলাধুলার মাধ্যমে শুধু নিজের প্রতিভার বিকাশই নয়, পরিবার ও সমাজের মুখও উজ্জ্বল করা যায়। সমাজে খেলোয়াড়ের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, ততই সমাজ সুন্দর ও সুস্থ হয়ে উঠবে। নেশামুক্ত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রেও খেলাধুলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোমবার পানিসাগরে রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে এই মন্তব্য করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়।

পানিসাগরস্থিত আঞ্চলিক শারীর শিক্ষণ কলেজের আরসিপিই কমপ্লেক্সে তিনদিনব্যাপী এই রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্পোর্টসের জুডো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১৪, অনূর্ধ ১৭ এবং অনূর্ধ ১৯ বিভাগের ছেলে ও মেয়েদের জুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্যের আটটি জেলা এবং স্পোর্টস স্কুল থেকে মোট ২৬০ জন খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থাও রয়েছে। তিনি জানান, জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় কোনও খেলোয়াড় সোনা জিতলে এক লক্ষ টাকা, রূপোর পদক পেলে ৫০ হাজার টাকা এবং ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করলে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য কোনও খেলোয়াড়কে বহিঃরাজ্যে অথবা বিদেশে যেতে হলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থাও রয়েছে।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ক্রীড়াবিদদের পাশে দাঁড়াচ্ছে বলেই ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করতে পারছেন। আগামীদিনে রাজ্য থেকে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রেও উন্নতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরাও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে। এজন্য ছোটবেলা থেকেই শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। *সাতের পাতায় দেখুন*

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

অনিশ্চয়তার মধ্যে

২০২৪ সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৮৫৬ জন ইউজিটি ও জিটি চাকরিপ্রার্থীর মেধাতালিকা প্রকাশ এবং দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে সোমবার টিআরবিটি চেয়ারম্যানের কাছে গণডেপুটেশন প্রদান করলেন টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। দীর্ঘদিন ধরে মেধাতালিকা প্রকাশ না হওয়ায় ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন তাঁরা। তবে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকায় আপাতত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে ডেপুটেশনকারীদের জানিয়ে দিয়েছে টিআরবিটি কর্তৃপক্ষ।

জানা গেছে, ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত টেট পরীক্ষায় মোট ১৮৫৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। তাঁদের মধ্যে ইউজিটি এবং জিটিদুই বিভাগেই চাকরির প্রত্যাশায় রয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়নি। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া আদৌ কবে সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

এদিন মেধাতালিকা প্রকাশ ও দ্রুত নিয়োগের দাবিতে টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা শিক্ষা ভবনে গিয়ে টিআরবিটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানান। পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য, তাঁরা একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের দাবি জানাতে চেয়েছেন। কিন্তু নানা কারণে মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কাছে সরাসরি ডেপুটেশন দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত টিআরবিটি চেয়ারম্যানের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা।

চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, সরকার ইতিমধ্যেই শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পদসংখ্যা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। চলতি বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি ইউজিটি পদে ১০৩৬ জন এবং জিটি পদে ১০২০ জনকে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে মার্চ মাসে সংশ্লিষ্ট চাকরিপ্রার্থীদের ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ নিয়োগ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ধাপ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ভেরিফিকেশন শেষ হওয়ার প্রায় সাত মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও মেধাতালিকা প্রকাশ না হওয়ায় প্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে।

প্রার্থীদের অভিযোগ, নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর তাঁরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়েছেন, ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন এবং পরবর্তী ধাপে মেধাতালিকা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কোনও স্পষ্ট অগ্রগতি না থাকায় তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বহু প্রার্থী দীর্ঘ সময় ধরে চাকরির প্রস্তুতি নেওয়ার পর টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের অনেকের বয়সও বাড়ছে। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া যত দীর্ঘায়িত হবে, ততই তাঁদের সামনে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

চাকরিপ্রার্থীদের আরও বক্তব্য, তাঁরা আদালতের বিচারাধীন বিষয় সম্পর্কে অবগত এবং আইনি প্রক্রিয়ার প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে দীর্ঘ প্রতীক্ষার কারণে তাঁদের মধ্যে যে হতাশা তৈরি হয়েছে, সেটিও উপেক্ষা করা যায় না। আদালতের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলেই মনে করছেন তাঁরা।

এদিকে টিআরবিটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ডেপুটেশনকারীরা জানান, সংশ্লিষ্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সেই আইনি জটিলতার কারণেই মামলাগুলির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মেধাতালিকা প্রকাশ কিংবা নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁদের জানানো হয়েছে। তবে এই অবস্থায় চাকরিপ্রার্থীদের মূল প্রশ্ন, আইনি জটিলতা থাকলেও তার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের পক্ষ থেকে কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে? তাঁদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ অমান্য করে নিয়োগ প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার দাবি তাঁরা করছেন না। কিন্তু আইনি জটিলতার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। কারণ, একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন আটকে থাকলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে চাকরিপ্রার্থীদের ভবিষ্যতের উপর।

বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য শূন্যপদ নির্ধারণ, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং প্রার্থীদের ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হওয়ার পরও যদি মেধাতালিকা প্রকাশে দীর্ঘ সময় লাগে, তাহলে প্রার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হবেই। একইসঙ্গে বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য প্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ করা গেলে একদিকে যেমন চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হবে, অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থাতেও তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এখন টেট উত্তীর্ণ ১৮৫৬ জন প্রার্থীর চোখ টিআরবিটি ও সরকারের দিকে। তাঁদের দাবি, আইনি বাধা থাকলে আইন মেনেই সেই জটিলতা কাটানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক এবং যেসব ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই, সেসব ক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব না করে প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হোক। একইসঙ্গে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাগুলির বর্তমান অবস্থা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রার্থীদের নিয়মিতভাবে অবহিত করার দাবিও উঠেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকা এই চাকরিপ্রার্থীদের দাবি মূলত একটাইঅনিশ্চয়তার অবসান। তাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন এবং ভেরিফিকেশনও সম্পন্ন করেছেন। এখন তাঁরা মেধাতালিকা ও নিয়োগের অপেক্ষায়। আইনি জটিলতা থাকলেও সেই জট যেন তাঁদের ভবিষ্যতের পথে স্থায়ী বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেই বিষয়েই দ্রুত কার্যকর উদ্যোগের দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা।

ফলে এখন দেখার বিষয়, আদালতের বিচারাধীন মামলাগুলির নিষ্পত্তি এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতটা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর টেট উত্তীর্ণ এই ১৮৫৬ জন প্রার্থীর ভবিষ্যৎ আর কতদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

নেপালের বন্যার্তদের পাশে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : নেপালের বন্যায় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। সঙ্ঘের এই মানবিক ত্রাণ ও সহায়তা কার্যক্রমে এবার আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল 'দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ প্রগ্রেসিভ কন্ট্রাক্টর'স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'। সংগঠনের পক্ষ থেকে সঙ্ঘের ত্রাণ তহবিলে একটি অর্থ অনুদান তুলে দেওয়া হয়।সোমবার বালিগঞ্জে অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের "শ্রীনাথ হল"-এ অ্যাসোসিয়েশনের ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চেই সঙ্ঘের হাতে এই অনুদানের অর্থ তুলে দেওয়া হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুই বিধায়ক অগ্নিশ্বর নস্কর ও দেবাংশু পাণ্ডা, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মণ্ডল, বিজেপির মথুরাপুর জেলা সভাপতি নগেন্দ্র সুন্দর সাহা এবং বিজেপি নেতা রঞ্জন কুমার বৈদ্যসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।বার্ষিক সাধারণ সভার মঞ্চ থেকে জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ঠিকাদারদের ভূমিকা ও তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ এ প্রসঙ্গে বলেন, "কেবলমাত্র পরিকাঠামো নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার স্থান থেকেও ঠিকাদারদের এভাবে এগিয়ে আসা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিবন্ধ/প্রতিবেদন লেখকদের একান্ত নিজস্ব মতামত। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় প্রভাবিত হলে তার জন্য কালের আলো-এর সম্পাদক দায়ী নন।

বাংলা কি এক ভাষার নাম, নাকি বহু কণ্ঠের?

কক্সবাজার, ৭ সেপ্টেম্বর।। একটি শিশু বাড়িতে যে ভাষায় কথা বলে, স্কুলে গিয়ে অনেক সময় তাকে সেই ভাষার বদলে অন্য ভাষারীতি ব্যবহার করতে শেখানো হয়। বাড়িতে সে বলে একভাবে, শ্রেণিকক্ষে আরেকভাবে। পরিবারের ভাষা তার কাছে স্বাভাবিক, কিন্তু পাঠ্যবইয়ের ভাষাই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে 'শুদ্ধ' ভাষা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ নিজের আঞ্চলিক উচ্চারণ প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে সংকোচ বোধ করে, কেউ চাকরির সাক্ষাৎকারে তা গোপন করার চেষ্টা করে, কেউ শহরে এসে বদলে ফেলে কথার ভঙ্গি।

জহিরুল ইসলাম

প্রজন্মের ব্যবধানে এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দাদি হয়তো নাতির সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন; নাতি সব বোঝে, কিন্তু উত্তর দেয় মান্য বাংলায়। দুজনের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না, অথচ ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্র বদলে যায়। এক প্রজন্ম যে ভাষায় স্বপ্ন দেখে, পরের প্রজন্ম সেই ভাষা হয়তো শুধু বুঝতে পারে।

প্রশ্ন হলো, একটি ভাষারূপ যখন মানুষের কাছে লজ্জা বা সংকোচের কারণ হয়ে ওঠে, তখন কি কেবল কয়েকটি শব্দ হারিয়ে যায়? নাকি তার সঙ্গে ধীরে ধীরে বদলে যায় পারিবারিক স্মৃতি, জনপদের অভিজ্ঞতা এবং মানুষের নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি অংশ?

বাংলা ভাষাকে আমরা প্রায়ই একটি একক ভাষা হিসেবে কল্পনা করি। কিন্তু বাস্তবের বাংলা একরৈখিক নয়। চট্টগ্রামের কথ্যভাষা, সিলেটি, নোয়াখালীর ভাষারীতি, রংপুরের কথ্যভঙ্গি, বরিশালের উচ্চারণ, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ী, বরেন্দ্রী বা অন্যান্য আঞ্চলিক রূপসব মিলিয়ে বাংলা একটি বিস্তৃত ও বহুস্বরের ভাষাভূমি।

আবার এই বাংলা ভাষাভূমি নিজেই বহুভাষিক। ত্রিপুরা, উত্তর-পূর্ব ভারত কিংবা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী নানা অঞ্চলের বাস্তবতা মনে করিয়ে দেয়বাংলার ভেতরে যেমন বহু কথ্যরীতি রয়েছে, বাংলার প্রতিবেশেও রয়েছে বহু স্বতন্ত্র ভাষা ও ভাষিক সংস্কৃতি।

তাই প্রশ্নটি শুধু আঞ্চলিক ভাষার নয়। প্রশ্নটি আরও বড়আমরা বাংলা সংস্কৃতিকে কতটা বহুস্বরের একটি সাংস্কৃতিক পরিসর হিসেবে দেখতে শিখেছি?

এক ভাষা, বহু কণ্ঠ

এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে গেলেই বাংলার উচ্চারণ বদলে যায়। বদলে যায় শব্দের অর্থ, বাক্য গঠনের ভঙ্গি, সম্বোধনের ধরন এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যও। কোনো অঞ্চলে দৈনন্দিন ব্যবহৃত একটি শব্দ অন্য অঞ্চলের মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হতে পারে।

এই বৈচিত্র্য কোনো ভাষার দুর্বলতা নয়। বরং দীর্ঘ ইতিহাসের ফল।

নদী, পাহাড়, সমুদ্র, কৃষি, বাণিজ্য, মানুষের স্থানান্তর, প্রতিবেশী ভাষার প্রভাব এবং স্থানীয় জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে ভাষা অঞ্চলভেদে নিজস্ব রূপ লাভ করে। একটি জনপদের মানুষ যে প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস করে, যে পেশায় যুক্ত থাকে, যে সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীবন কাটায়তার ছাপ ভাষাতেও পড়ে।

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক শব্দভাণ্ডার সংগ্রহের ইতিহাসই এই বৈচিত্র্যের ব্যাপকতা বোঝায়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুলসংখ্যক শব্দ সংগ্রহ করে অভিধান তৈরির উদ্যোগ দেখিয়েছে যে, মান্য ভাষারীতির বাইরেও বাংলার রয়েছে বিশাল এক জীবন্ত শব্দজগৎ। অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা বাংলা ভাষার প্রান্তে জন্ম নেওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন শব্দভাণ্ডার নয়। বাংলা ভাষার ইতিহাসের মধ্যেই তার অবস্থান। বরং প্রশ্নটি উল্টোভাবে করা যায়মান্য বাংলাকে কেন্দ্র ধরে আমরা কি বাংলার অন্য কণ্ঠগুলোকে প্রান্তে ঠেলে দিয়েছি?

'শুদ্ধ' ভাষার ইতিহাস

মান্য ভাষার প্রয়োজন নেইএমন কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়। শিক্ষা, প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম, সাহিত্য এবং ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি সাধারণ ভাষারীতি প্রয়োজন।

সমস্যা মান্য ভাষার অস্তিত্বে নয়। সমস্যা তখনই তৈরি হয়, যখন মান্য ভাষাকে একমাত্র মর্যাদাপূর্ণ ভাষারূপ হিসেবে দেখা হয় এবং অন্য সব কথ্যরীতিকে তার তুলনায় নিম্নতর বলে ধরে নেওয়া হয়।

কোনো ভাষারূপ কেবল ব্যাকরণের কারণে 'মান্য' হয়ে ওঠে না। এর সঙ্গে ইতিহাস, শিক্ষা, মুদ্রণসংস্কৃতি, প্রশাসন, নগরকেন্দ্রিকতা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক থাকে।

বাংলা ভাষার আধুনিক মান্যরূপ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও মুদ্রণসংস্কৃতি, আধুনিক শিক্ষা এবং ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা দীর্ঘ সময় বাংলা প্রকাশনা ও শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় সেখানকার ভাষারীতি বিশেষ সাংস্কৃতিক মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বাংলা ভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মান্য পরিসর নির্মাণ করে।

এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য মনে রাখা দরকারমান্য ভাষা প্রয়োজনীয়, কিন্তু মান্য ভাষাই একমাত্র ভাষা নয়।

একজন মানুষ স্কুলে মান্য বাংলা শিখতে পারে, সংবাদপত্রে মান্য বাংলা পড়তে পারে, আবার ঘরে পরিবারের ভাষায় কথা বলতে পারে। একটি ভাষারূপ শেখার অর্থ অন্য ভাষারূপ ভুলে যাওয়া নয়।

ভাষাগত বহুত্ব কোনো যোগাযোগের বাধা নয়; সঠিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে তা একটি সমাজের সম্পদ।

ভাষার ভেতরও আছে ক্ষমতার সম্পর্ক

কেন একজন মানুষ নিজের আঞ্চলিক উচ্চারণ নিয়ে সংকোচ বোধ করেন? এর উত্তর শুধু ভাষাতত্ত্বে নেই; সমাজতত্ত্বেও আছে।

একটি শহুরে, শিক্ষিত বা মধ্যবিত্ত ভাষাভঙ্গি যখন সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে, তখন অন্য ভাষাভঙ্গিকে মানুষ অচেতনভাবেই কম মর্যাদার বলে ভাবতে শুরু করতে পারে। তখন আঞ্চলিক ভাষা 'গ্রাম্য', 'অশিক্ষিত' বা কৌতুকের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র ও জনপ্রিয় সংস্কৃতিতেও কখনো কখনো এই প্রবণতা দেখা যায়। মান্য বাংলা হয়ে ওঠে প্রধান চরিত্রের ভাষা, আর আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয় পার্শ্বচরিত্র, গ্রামীণ চরিত্র বা হাস্যরস তৈরির জন্য।

ফলে ভাষার পার্থক্য ধীরে ধীরে সামাজিক পার্থক্যের প্রতীকে পরিণত হয়। অথচ কোনো ভাষার ধ্বনি, শব্দ বা ব্যাকরণ নিজে থেকে উচ্চ বা নিম্ন নয়। ভাষার উচ্চতা বা নিম্নতার ধারণা তৈরি করে সমাজ।

যে উচ্চারণকে এক জায়গায় 'অশুদ্ধ' বলা হয়, সেটিই অন্য জায়গায় একটি জনগোষ্ঠীর বহু প্রজন্মের স্বাভাবিক ভাষা। তাই 'শুদ্ধতা'র প্রশ্নটি ভাষাতাত্ত্বিক হওয়ার আগে অনেক সময় সামাজিক ক্ষমতার প্রশ্ন হয়ে ওঠে।

সীমান্তের ভাষাভূমি

ভাষার মানচিত্র সব সময় রাষ্ট্রের মানচিত্র অনুসরণ করে না।

রাষ্ট্রসীমা বদলাতে পারে, প্রশাসনিক কেন্দ্র বদলাতে পারে, কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা একদিনে বদলায় না।

সিলেট, বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জনপদের ভাষিক অভিজ্ঞতার মধ্যে ইতিহাস, মানুষের যাতায়াত, পারিবারিক সম্পর্ক এবং অভিবাসনের নানা সূত্র রয়েছে। রাজনৈতিক সীমান্ত অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে আলাদা রাষ্ট্রের নাগরিক করেছে, কিন্তু ভাষার স্মৃতি ও কথ্যরীতির সম্পর্ক পুরোপুরি মুছে দিতে পারেনি।

ত্রিপুরার অভিজ্ঞতা এই আলোচনাকে আরও জটিল ও সমৃদ্ধ করে। এখানে বাংলা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি প্রধান ভাষা। আবার একই ভূগোলে ককবরকসহ বিভিন্ন আদিবাসী ও অন্যান্য ভাষার দীর্ঘ ঐতিহাসিক উপস্থিতি রয়েছে।

ফলে ত্রিপুরায় ভাষার প্রশ্ন কেবল মান্য বাংলা বনাম আঞ্চলিক বাংলার প্রশ্ন নয়। এটি একটি বহুভাষিক সমাজে ভাষাগুলোর পারস্পরিক মর্যাদা, সহাবস্থান এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নও।

এই বাস্তবতা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়বাংলার ভেতরের বৈচিত্র্য এবং বাংলার প্রতিবেশী ভাষাগুলোর প্রতি সম্মান একই সাংস্কৃতিক নীতির অংশ হতে পারে।

নিজের ভাষার বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে শেখা এবং অন্য ভাষার অস্তিত্বকে মর্যাদা দেওয়াদুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

দেশভাগ, অভিবাসন ও ভাষার যাত্রা

একটি পরিবার যখন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলে যায়, তখন সঙ্গে করে শুধু আসবাবপত্র বা স্মৃতি নিয়ে যায় না। নিয়ে যায় উচ্চারণ, শব্দ, প্রবাদ, সম্বোধন, ডাকনাম এবং ঘরোয়া কথার ভঙ্গি।

দেশভাগ, রাজনৈতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অভিবাসন ও নানা ঐতিহাসিক কারণে বাংলা ভাষাভূমির মানুষের চলাচল হয়েছে বিভিন্ন দিকে। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়া মানুষের সঙ্গে তাদের কথ্যভাষাও নতুন ভূগোলে পৌঁছেছে।

প্রথম প্রজন্ম হয়তো পুরোনো জনপদের ভাষা প্রায় অপরিবর্তিত রাখে। দ্বিতীয় প্রজন্ম স্থানীয় ভাষার প্রভাব গ্রহণ করে। তৃতীয় প্রজন্ম হয়তো পারিবারিক ভাষা বুঝতে পারে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলতে পারে না।

এই পরিবর্তনকে কেবল ভাষার মৃত্যু বলা ঠিক হবে না। ভাষা পরিবর্তিত হয়, নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়, অন্য ভাষার সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলোএই পরিবর্তনের মধ্যে পুরোনো ভাষিক স্মৃতির কতটা সংরক্ষিত থাকে? ত্রিপুরা, বরাক উপত্যকা, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু পারিবারিক ভাষিক অভিজ্ঞতায় এই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের ইতিহাস যেমন দলিলপত্রে লেখা থাকে, মানুষের ভাষার ইতিহাস অনেক সময় লেখা থাকে ঘরের কথোপকথনে।

লোকগান: ভাষার জীবন্ত স্মৃতি

আঞ্চলিক ভাষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আশ্রয়গুলোর একটি লোকসংগীত।

বাংলার লোকগান অঞ্চলভেদে শুধু সুরে নয়, ভাষায়ও ভিন্ন। ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ঝুমুরসহ বিভিন্ন লোকসংগীতধারা নির্দিষ্ট জীবনভূমি, প্রকৃতি ও মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলের আঞ্চলিক গানের ক্ষেত্রেও বিষয়টি স্পষ্ট। আবার রোহিঙ্গা তারনা সংগীতের মতো প্রতিবেশী মৌখিক সংগীতধারার দিকে তাকালেও বোঝা যায়, ভাষা ও সুর কীভাবে একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি ধারণ করে।

স্থানীয় উচ্চারণ, শব্দ এবং বাক্যরীতির মধ্যে এমন সব সামাজিক অভিজ্ঞতা থাকে, যেগুলো মান্য বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হলেও সব সময় একই সাংস্কৃতিক অনুভূতি বহন করে না।

একটি লোকগান হারিয়ে গেলে শুধু একটি সুর হারায় না। তার সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে কোনো শব্দের স্থানীয় অর্থ, কোনো নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, কোনো পেশার স্মৃতি কিংবা ভালোবাসা ও দুঃখ প্রকাশের একটি বিশেষ ভাষা।

ত্রিপুরার মতো বহুভাষিক অঞ্চলে এই সাংস্কৃতিক বাস্তবতা আরও বিস্তৃত। এখানে বাংলা ভাষার লোকজ ব্যবহার যেমন মানুষের স্মৃতি বহন করে, তেমনি ককবরক ও অন্যান্য ভাষার মৌখিক ঐতিহ্যও একই ভূগোলের বহুস্বরকে ধারণ করে।

তাই লোকসংস্কৃতিকে কেবল বিনোদনের বিষয় হিসেবে দেখলে তার একটি বড় অংশ অদৃশ্য থেকে যায়। লোকগান, লোককথা, প্রবাদ এবং মৌখিক স্মৃতি আসলে ভাষার জীবন্ত সাংস্কৃতিক আর্কাইভ।

এগুলো কোনো জাদুঘরের মৃত নিদর্শন নয়; মানুষের কণ্ঠে ব্যবহার হলেই এগুলো বেঁচে থাকে।

কেন্দ্রের বাইরে বাংলা

বাংলা ভাষার আধুনিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কলকাতা ও ঢাকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রকাশনা, শিক্ষা, সংবাদমাধ্যম, সাহিত্য এবং আধুনিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই দুই নগর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

কিন্তু কেন্দ্র তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রশ্নও তৈরি হয়কেন্দ্রের বাইরে থাকা ভাষাগুলো কি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্বের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পায়? এই প্রশ্নের উত্তর সরল নয়।

কলকাতা বা ঢাকাকে 'দোষী' ঘোষণা করলেই সমস্যার ব্যাখ্যা হয় না। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোনো কেন্দ্র যদি বহুস্বরকে প্রতিনিধিত্ব না করে, তাহলে তার বাইরে থাকা ভাষাগুলো ধীরে ধীরে স্থানীয় ব্যবহারে সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম, সিলেট বা রংপুর যেমন বাংলা ভাষাভূমির গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, উত্তরবঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলের ভাষিক অভিজ্ঞতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আবার ত্রিপুরা ও বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষিক অভিজ্ঞতা এই বৃহত্তর মানচিত্রের অপরিহার্য অংশ।

বাংলা সংস্কৃতির মানচিত্র তাই শুধু কলকাতা ও ঢাকা দিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। আগরতলা, শিলচর, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, পুরুলিয়া কিংবা উত্তরবঙ্গপ্রতিটি অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজস্ব উচ্চারণে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত।

কেন্দ্রের কাজ প্রান্তকে নীরব করা নয়; বরং বহুস্বরকে শোনার মতো একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসর তৈরি করা।

ডিজিটাল যুগ ও নতুন ভাষাগত বৈষম্য

ডিজিটাল প্রযুক্তি পুরোনো সাংস্কৃতিক কাঠামো বদলানোর সুযোগ তৈরি করেছে।

একসময় একজন আঞ্চলিক শিল্পী বা ভাষাভাষীর জন্য বৃহত্তর শ্রোতার কাছে পৌঁছাতে বেতার, টেলিভিশন, প্রকাশনা বা কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রয়োজন হতো। এখন একজন শিল্পী নিজের মোবাইল ফোন থেকেই স্থানীয় ভাষায় গান, গল্প বা ভিডিও প্রকাশ করতে পারেন।

এই পরিবর্তন ভাষার জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

কিন্তু নতুন প্রযুক্তি নতুন সমস্যাও তৈরি করছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভয়েস রিকগনিশন, স্বয়ংক্রিয় সাবটাইটেল বা অনুবাদব্যবস্থা যদি মূলত মান্য বাংলাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়, তাহলে আঞ্চলিক ভাষার মানুষ প্রযুক্তির কাছে ভুলভাবে উপস্থাপিত হতে পারেন।

একটি স্থানীয় শব্দকে প্রযুক্তি ভুল শুনতে পারে। একটি আঞ্চলিক বাক্যকে 'ত্রুটি' হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ তার অর্থ বিকৃত করতে পারে।

এখানে ভাষাগত অসমতার একটি নতুন রূপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ভবিষ্যতের ভাষাগত বৈষমতা শুধু স্কুল বা শহরের রাস্তায় তৈরি হবে না; অ্যালগরিদমও নির্ধারণ করতে পারে কোন ভাষা প্রযুক্তির কাছে 'স্বাভাবিক' আর কোন ভাষা 'ব্যতিক্রম'।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন বাংলা কথ্যরীতির জন্য পৃথক ডিজিটাল করপাস, স্পিচ ডেটাসেট ও অনুবাদ-প্রযুক্তি তৈরির উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই কাজ শুধু প্রযুক্তিগত নয়; এর একটি সাংস্কৃতিক গুরুত্বও রয়েছে।

প্রযুক্তি যদি মানুষের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে চিনতে শেখে, তাহলে ডিজিটাল যুগ আঞ্চলিক ভাষার জন্য নতুন অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

আর যদি না শেখে, তাহলে বহু ভাষা ও কথ্যরীতি প্রযুক্তিগতভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকবে।

সংরক্ষণ মানে জাদুঘরে রাখা নয়

আঞ্চলিক ভাষা সংরক্ষণ বলতে অনেকেই অতীতকে জাদুঘরে তুলে রাখার কথা বোঝেন।

কিন্তু একটি ভাষা বেঁচে থাকে অভিধানে নয়, মানুষের ব্যবহারে।

সন্তান যদি পরিবারের ভাষা বুঝতে ও বলতে পারে, স্থানীয় শিল্পী যদি সেই ভাষায় গান লিখতে পারেন, নাটক ও চলচ্চিত্রে আঞ্চলিক ভাষা যদি কেবল হাস্যরসের উপকরণ না হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবিক অভিজ্ঞতার ভাষা হয়ে উঠতে পারে, ডিজিটাল প্রযুক্তি যদি সেই ভাষাকে চিনতে পারেতবেই ভাষার জীবন্ত ভবিষ্যৎ তৈরি হয়।

এখানে মান্য বাংলা ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে কোনো যুদ্ধ নেই।

মান্য বাংলা আমাদের বৃহত্তর যোগাযোগের ভাষা হতে পারে। আঞ্চলিক ভাষা হতে পারে মানুষের জনপদ, পরিবার ও স্মৃতির ভাষা। আবার বাংলা ভাষাভূমির অন্যান্য স্বতন্ত্র ভাষাও তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব নিয়ে সমান মর্যাদার দাবিদার।

একটি শক্তিশালী বাংলা সংস্কৃতির অর্থ সবাইকে একইভাবে কথা বলতে শেখানো নয়। বরং ভিন্নভাবে কথা বলেও একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরের অংশ হয়ে থাকা।

শেষ প্রশ্ন: কোন বাংলাকে আমরা রক্ষা করতে চাই?

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নটি তাই শুধুকীভাবে বাংলা ভাষা রক্ষা করা যাবেএতটুকু নয়।

আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলোকোন বাংলাকে আমরা রক্ষা করতে চাই?

শুধু সেই বাংলা, যা পাঠ্যবই ও সংবাদপত্রে লেখা হয়?

নাকি সেই বাংলাও, যা মায়ের মুখে শোনা যায়, গ্রামের বাজারে উচ্চারিত হয়, লোকগানের সুরে বেঁচে থাকে, পরিবারে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বদলে যায় এবং নতুন ভূগোলে গিয়ে নতুন রূপ গ্রহণ করে?

বাংলা যদি কেবল তার মান্য ভাষারূপে টিকে থাকে, তাহলে যোগাযোগের একটি শক্তিশালী ভাষা টিকে থাকবে। কিন্তু বাংলা যদি তার আঞ্চলিক উচ্চারণ, লোকশব্দ, পারিবারিক ভাষা, গান, জনপদের স্মৃতি এবং বহুভাষিক প্রতিবেশের প্রতি সম্মানও সঙ্গে রাখতে পারে, তখনই টিকে থাকবে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ভাষাভূমি।

বাংলা ভাষার শক্তি কি তার একরূপতার মধ্যে?

নাকি তার শক্তি এই যে, একই বৃহত্তর ভাষাভূমির মানুষ চট্টগ্রামে একভাবে, সিলেটে আরেকভাবে, রংপুরে অন্যভাবে, ত্রিপুরায় ভিন্ন অভিজ্ঞতায় এবং রাঢ় বা পুরুলিয়ায় অন্য উচ্চারণে জীবনকে ভাষায় রূপ দেয়তবু একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে?

সম্ভবত বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এখানেই। আমরা কি বাংলা ভাষাকে কেবল একটি মান্য উচ্চারণে সংরক্ষণ করতে চাই, নাকি তার ভেতরে শত শত জনপদের যে কণ্ঠ এখনো বেঁচে আছে, সেগুলোকেও বাংলা সংস্কৃতির সমান অংশ হিসেবে শুনতে শিখব?

কারণ কোনো ভাষার মানচিত্র কেবল তার রাজধানী দিয়ে আঁকা যায় না। ভাষার প্রকৃত মানচিত্র তৈরি হয় মানুষের মুখেএবং সেই মুখগুলো কখনোই একরকম নয়।

কালের আলো
কলকাতা
KALER ALO
PRGI No. TRBEN/25/A0016
Tuesday,
8 September, 2026
মঙ্গলবার,
২১ ভাদ্র, ১৪৩৩

গোয়া পুলিশের হাতে রাষ্ট্রপতি কালার তুলে দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ।

বিজেপির “সেবা সংকল্প অভিযান” বাংলায় বুথ স্তর পর্যন্ত নানা কর্মসূচি

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনজীবনের ২৫ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ পরিচালনা করবে। পশ্চিমবঙ্গজুড়েও এই অভিযান বুথ স্তর থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত আয়োজিত হবে। সোমবার সল্টলেকের রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এই কর্মসূচির কথা জানান। শমীক ভট্টাচার্য বলেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর আগামী ৭ অক্টোবর প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে তাঁর ২৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এত দীর্ঘ সময় ধরে শীর্ষ পদে বহাল থাকা ভারতীয় রাজনীতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত। তাঁর ২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রা এবং এই সময়ে চালু হওয়া বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ”সেবা সংকল্প অভিযান”-এর আয়োজন করা হচ্ছে।

তিনি জানান, ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে শুরু হয়ে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বুথ, মন্ডল, ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর প্রতিটি সাংগঠনিক জেলা সংবাদ সম্মেলন করে নিজ নিজ এলাকার কর্মসূচির বিস্তারিত রূপরেখা প্রকাশ করবে। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে রাজ্যের প্রতিটি বুথে অন্তত ২৫টি করে প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর সুস্থতা, দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করা হবে।রাজ্য বিজেপি সভাপতি জানান, দলের কর্মীরা ইতিমধ্যেই এর প্রস্তুতি শুরু করেছেন। এর অংশ হিসেবে ‘নমো সেবা গাথা’ নামে একটি তথ্যচিত্র ও থিম সং প্রকাশ করা হবে।

এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের কাজকর্ম এবং নানা জনকল্যাণমুখী প্রকল্পকে জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। অন্যদিকে, ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’-র মাধ্যমে জেলা ও মন্ডল স্তরে সাধারণ মানুষের কাছে এই অভিযান নিয়ে যাওয়া হবে।শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এই অভিযান কেবল রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটিকে সেবাভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেওয়া হবে। ‘সেবায় আমার অবদান’ কর্মসূচির আওতায় পরিচ্ছন্নতা, দুস্থদের সহায়তা, নদী ও জলাশয় পুনরুজ্জীবন, জলসংরক্ষণ এবং বর্জ্য পৃথকীকরণের মতো কাজে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, ১৪০ কোটি জনসংখ্যার দেশে একা সরকার সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না।

সরকারি উদ্যোগে সমাজের অংশগ্রহণও জরুরি। সেই ভাবনা থেকেই মানুষকে সেবামূলক কাজে যুক্ত করার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।অভিযানের অধীনে ‘সেবা সেতু অভিযান’-এর মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত যোগ্য মানুষদের সুবিধা পৌঁছে দিতে তিন দিনের বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হবে। প্রথম পর্বে প্রতিটি ব্লকে শিবির অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে সেগুলিকে বুথ স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। আবেদনপত্র জমা নেওয়া, ডিজিটাল প্রক্রিয়া সম্পাদন এবং প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সহায়তা করা হবে।বিজেপি আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা এবং বার্ধক্য ভাতা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের যোগ্য উপভোক্তাদের পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। শমীক ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক কারণে এবং আগের রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার দরুন অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আশানুরূপ সুবিধা পাননি যোগ্য মানুষেরা। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর বিনামূল্যে বিদ্যুৎ যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা এবং কিষাণ সম্মান নিধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

দুর্গাপুজোয় অনুদান ১ লক্ষ টাকা, এ বছর রেড রোডে হবে না কার্নিভাল

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর :- দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে একাধিক বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার মিলন মেলা প্রাঙ্গণে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে পুজোর অনুদান, বিসর্জন, কার্নিভাল ও অন্যান্য বিধিনিষেধ নিয়ে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ বছর দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে ১ লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়া হবে। বড় বাজেটের পুজো এবং বিপুল স্পনসরশিপ পাওয়া কমিটিগুলিকে অনুদান না নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে। সেই অর্থ ছোট ও মাঝারি পুজো কমিটিগুলির কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ডিজে ও ক্রেন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শব্দদূষণ ও বিশৃঙ্খলা এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে। ২৪ অক্টোবরের মধ্যে বিসর্জন পর্ব শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহালয়া বা মাতৃপক্ষের আগে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনও করা যাবে না। মহাষ্টমীর দিন রাজ্যের সমস্ত মদের দোকান ও বার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হবে। পাশাপাশি এ বছর রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হবে না বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতার ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করে পুজো করা যাবে না এবং কোনও জাতীয় সড়কও পুজোর জন্য অবরুদ্ধ করা যাবে না। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। তৃণমূলের অভিযোগ, পুজো নিয়েও রাজনীতি করা হচ্ছে। বিজেপির দাবি, পুজোর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ।

বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান হীরা ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : উত্তর প্রদেশ বিধান পরিষদের প্রাক্তন সদস্য, রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং কর্পূরী ঠাকুর বিচার মঞ্চের সভাপতি হীরা ঠাকুর সোমবার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তিনি জাতিগত আদমশুমারি ইস্যুতে অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতি অবিচারের অভিযোগ তুলে বিজেপি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এ দিন কংগ্রেসের সদর দফতরে একটি অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাজেন্দ্র পাল গৌতম, এআইসিসি-র ওবিসি সেলের প্রধান অনিল জয়হিন্দ এবং সীতাপুরের কংগ্রেস সাংসদ রাকেশ রাঠোর-সহ একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানেই হীরা ঠাকুরকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলের সদস্যপদ দেওয়া হয়। হীরা ঠাকুর অভিযোগ করে বলেন, বিজেপির একজন নেতাও সত্যি কথা বলছেন না। বিহারে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দেশের প্রথম নেতাদের মধ্যে অন্যতম কর্পূরী ঠাকুর।

শিশু-কিশোরদের টিকাকরণে জোর ধলাইয়ে জেলা টাস্ক ফোর্সের সভা

কালের আলো প্রতিনিধি, আমবাসা, ৭ সেপ্টেম্বর।। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জেলার সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচিকে আরও কার্যকর করে তুলতে ধলাই জেলায় জেলা টাস্ক ফোর্স ফর ইমিউনাইজেশন-এর এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ধলাই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সভায় প্রস্তাবিত হাম ও রুবেলা এবং এইচপিভি টিকাকরণ অভিযান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ধলাই জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক। সভায় উপস্থিত ছিলেন আমবাসা মহকুমার এসডিএমও, বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ, ধলাই জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ের প্রতিনিধি, সমাজ শিক্ষা বিভাগের জেলা পরিদর্শক কার্যালয়ের প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সার্ভেইল্যান্স মেডিকেল অফিসারসহ স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীরা।

সভায় জেলার শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণের আওতায় আনার ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি প্রস্তাবিত হাম ও রুবেলা (এমআর) টিকাকরণ অভিযান এবং জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকাকরণ অভিযান সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলার প্রতিটি শিশু ও কিশোরীকে নির্ধারিত টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট সব দফতরকে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, টিকাকরণ কর্মসূচি সফল করতে শুধু স্বাস্থ্য বিভাগের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা বিভাগেরও সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। কোনো বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র কিংবা সংশ্লিষ্ট এলাকার শিশু-কিশোর যাতে টিকাকরণ কর্মসূচি থেকে বাদ না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

সভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে হাম ও রুবেলা নির্মূলের লক্ষ্যে এমআর ভ্যাকসিনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি কিশোরীদের ভবিষ্যতে জরায়ুমুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে এইচপিভি ভ্যাকসিনের বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। টিকাকরণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন স্তরে সমন্বয়ের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। আলোচনায় বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে টিকাকরণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ, টিকাকরণ থেকে বাদ পড়া শিশুদের চিহ্নিতকরণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মসূচি সম্পন্ন করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়। সভা শেষে অতিরিক্ত জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট সব দফতরের আধিকারিক ও কর্মীদের নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। সময়মতো প্রস্তুতি সম্পন্ন করে পরিকল্পিতভাবে টিকাকরণ অভিযান বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেলার প্রতিটি যোগ্য শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে টিকাকরণের আওতায় আনার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ঝাড়খণ্ডে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি

রাঁচি, ৭ সেপ্টেম্বর : সোমবারের ভারী বৃষ্টিতে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি সহ বেশ কয়েকটি জেলার মানুষ বিগত দুই-তিন দিন ধরে চলা গরম ও আর্দতা থেকে স্বস্তি পেয়েছেন। তাপমাত্রা কমে আবহাওয়া মনোরম হয়ে উঠেছে।

বিকেলের ভারী বৃষ্টিতে রাঁচির বেশ কয়েকটি এলাকায় জল জমে যায়। বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় যান চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি হয়, ফলে যাতায়াত কঠিন হয়ে পড়ে। আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাস দিয়েছে , রাঁচি সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বজ্রপাত ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়—বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। এর জন্য আবহাওয়া দফতর হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।

বিগত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত, ১১২.৪ মিমি, গিরিডিহ জেলার পিরতান্ডে রেকর্ড করা হয়েছে। এদিকে, বাহারাগোরায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাঁচির কাঙ্কেতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

সোমবার সকালে রাঁচি ও তার আশেপাশের এলাকায় আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলেও, বিকেলে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায় এবং ভারী বৃষ্টিপাত হয়। রাঁচিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

জামশেদপুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ডালটনগঞ্জে ৩২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বোকারোতে ৩৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এবং চাইবাসায় ৩৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

দিল্লিতে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ৭

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : দক্ষিণ দিল্লিতে সত্য নিকেতন বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭। এছাড়াও ১২ জন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। ধ্বংসস্তূপ পুরোপুরি সরানো যায়নি। তার নীচে আরও কেউ কেউ আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা। ৬ তলা ওই বাড়িটি পেইং গেস্ট হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, বাড়ির নির্মাণেই ছিল একাধিক গলদ।

সোমবার সকালে দিল্লির মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা বলেছেন, 'আর কেউ ভেতরে আছেন কি না, সে বিষয়ে এখনই নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না, কারণ শিক্ষার্থীদের বিষয়টি আমরা আগেই নিশ্চিত করেছি। আপনারা জানেন এখান থেকে ১২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের ভেতরে হয়তো একজন অজ্ঞাতপরিচয় শ্রমিক থাকতে পারেন, তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কঠোরতম ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে; এমনকি মামলাও দায়ের করা হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাও সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যান, উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

রাজস্থানে সাতটি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, স্কুলে ছুটি

জয়পুর, ৭ সেপ্টেম্বর : রাজস্থানের আবহাওয়া বিভাগ সোমবার ভরতপুর, ধোলপুর, করৌলি, সাওয়াই মাধোপুর, দৌসা, বারান এবং ঝালাওয়ারে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এরপর আগামী সপ্তাহজুড়ে রাজ্যে বর্ষা দুর্বল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং বেশিরভাগ অংশে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে। পশ্চিম রাজস্থানে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় তাপপ্রবাহ আবার বাড়ছে।

আবহাওয়া বিভাগের মতে, রবিবার ভরতপুর, জয়পুর এবং কোটা বিভাগের অনেক এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। ধোলপুরে দুই ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি হয়েছে। ডিগে ৪৫ মিমি, বাউনলিতে ১৫ মিমি, কোটার চেচাটে ১৮ মিমি, বড়ি সাদরিতে ৪৬ মিমি এবং বারানের ছাবড়া ও আক্রতে ২২ মিমি করে বৃষ্টি হয়েছে। রবিবার দুপুর পর্যন্ত শ্রীগঙ্গানগর, বিকানের এবং হনুমানগড়ে গরম ও আর্দতা বিরাজ করছিল। এরপর, প্রবল বাতাস এবং বেশ কয়েকটি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়। বিকানেরের লুঙ্কারানসার ও খাজুওয়ালা, শ্রীগঙ্গানগরের পদমপুর এবং হনুমানগড়ের কিছু অংশে বৃষ্টিপাত গরম ও আর্দতা থেকে স্বস্তি এনে দিয়েছে। এই এলাকাগুলিতে বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি কমেছে।

পশ্চিম রাজস্থানের জেলাগুলির আবহাওয়া শুষ্ক ছিল। রবিবার, রাজ্যের সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান ছিল ফালোদি, যেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী দিনগুলিতে পশ্চিম রাজস্থানে পরিষ্কার আকাশ ও রোদ তাপমাত্রা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, মৌসুমী অক্ষরেখা শ্রীগঙ্গানগর, রোহতক, সাতনা, ডালটনগঞ্জ এবং বাঁকুড়া থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তর প্রদেশ এবং তার পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে একটি নিম্নচাপ সক্রিয় রয়েছে। এর ফলে, আগামী দুই দিন পূর্ব ও উত্তর রাজস্থানের কিছু অংশে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ৮-৯ সেপ্টেম্বর থেকে বর্ষা আবার দুর্বল হয়ে পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে এবং প্রায় এক সপ্তাহ ধরে বেশিরভাগ জায়গায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতার পরিপ্রেক্ষিতে, সোমবার ঝালাওয়ার জেলার সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

‘নেশা ছাড়ো, মাঠে চলো’ স্লোগানে অমরপুরে দিবারাত্রি নকআউট বিধায়ক কাপ ফুটবল

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ‘নেশা ছাড়ো, মাঠে চলো’এই বার্তাকে সামনে রেখে অমরপুরের চন্ডিবাড়ি মাঠে শুরু হয়েছে বিধায়ক কাপ দিবারাত্রি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। গত ৫ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রতিযোগিতায় মোট ২২টি দল অংশগ্রহণ করেছে। যুবসমাজকে নেশার ভয়াবহতা থেকে দূরে রেখে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলাই এই আয়োজনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিধায়ক কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি ফুটবল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি নেশামুক্ত সমাজ ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান প্রজন্মের যুবকরাই আগামী দিনে দেশ ও সমাজের নেতৃত্ব দেবেন। তাই যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলা যুবকদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখার পাশাপাশি শৃঙ্খলাবোধ, দলগত সংহতি এবং নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, আজকের যুবকরাই আগামী দিনে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন এবং বিকশিত ভারত গঠনে তারাই নেতৃত্ব দেবেন। তাই তাদের নেশার অন্ধকার থেকে দূরে রেখে খেলাধলা, শিক্ষা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, নেশার বিরুদ্ধে লড়াই শুধু প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একার দায়িত্ব নয়। নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পরিবার, শিক্ষক, অভিভাবক, সামাজিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন এবং সাধারণ মানুষকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। যুবকদের মাঠমুখী করতে এ ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক জীতেন মজুমদার, অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস এবং মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা যুবসমাজকে নেশা থেকে দূরে রেখে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অমরপুর মহকুমার প্রাক্তন ফুটবলারদের সংবর্ধনা প্রদান। একসময় যারা ফুটবল মাঠে নিজেদের প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সম্মান জানানো হয়। তাঁদের হাতে সম্মাননা তুলে দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের খেলোয়াড়দের সামনে তাঁদের অবদান ও ক্রীড়া জীবনের স্মৃতি তুলে ধরা হয়।

২২টি দলের অংশগ্রহণে শুরু হওয়া এই দিবারাত্রি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতাকে ঘিরে চন্ডিবাড়ি মাঠ ও সংলগ্ন এলাকায় ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সন্ধ্যার পরও মাঠে খেলা দেখতে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় যুবসমাজের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বাড়তি আগ্রহ। আয়োজকদের আশা, এই ধরনের ক্রীড়া আয়োজনের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্থানীয় ফুটবলাররা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন, অন্যদিকে যুবসমাজকে নেশার কবল থেকে দূরে রেখে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ‘নেশা ছাড়ো, মাঠে চলো’এই স্লোগানকে সামনে রেখে অমরপুরে শুরু হওয়া বিধায়ক কাপ তাই শুধু একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা নয়, বরং নেশামুক্ত সমাজ গঠনের একটি সামাজিক বার্তাও বহন করছে।

নেপালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা ১,৩৫৫-এ পৌঁছেছে

কাঠমান্ডু, ৭ সেপ্টেম্বর : নেপালের ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা ১,৩৫৫-এ পৌঁছেছে। চলমান অনুসন্ধান, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের মধ্যে প্রায় ৫,০০০ মানুষ এখনও নিখোঁজ বলে জানা গেছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে, উদ্ধারকৃত দেহাবশেষের মধ্যে মানবদেহের বিভিন্ন অংশ রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯৮টি মৃতদেহ শনাক্ত করে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র শান্তি মাহাত জানিয়েছেন যে, রাসুয়া থেকে ১৬৯টি, নুয়াকোট থেকে ১৯৭টি, ধাদিঙ থেকে ৭০টি, গোর্খা থেকে ৭৫টি, তানাহুন থেকে ৩৮টি, চিতওয়ান থেকে ৩৬৩টি, নওয়ালপরাসি পূর্ব থেকে ২২২টি এবং নওয়ালপরাসি পশ্চিম থেকে ২২১টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান যে, বন্যার পর নিখোঁজ বা শনাক্তের অযোগ্য এমন ব্যক্তির সংখ্যা আনুমানিক ৪,৯৯৬ জন বলে জানা গেছে। সর্বশেষ রেকর্ড অনুযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রায় ১,৯৬৭ জন এবং নুয়াকোটে প্রায় ২,৩৪০ জন নিখোঁজ ব্যক্তির বিবরণ হালনাগাদ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের মতে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন নিরাপত্তা কর্মী ও সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় ৫৮৯ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন। এদিকে, বন্যায় আটকে পড়া ১৩,৩৯৬ জনকে এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে।

নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের মতে, বন্যায় আহত ৬,৬৭২ জনের চিকিৎসা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩২৩ জন এখনও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং ২২৮ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে, ৩৯টি আশ্রয়কেন্দ্রে ৩,৫৩৩ জন বন্যা-কবলিত মানুষ অবস্থান করছেন।

দশদিগন্ত

■ মুঙ্গিয়াকামি ব্লকে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল কর্মসূচিতে জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

কুমারঘাটে মনোনয়ন ঘিরে চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ, নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ব্লক চত্বর

কালের আলো প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৭ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি)-এর ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লকে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা নির্বাচনের আগে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মনোনয়ন জমাকে ঘিরে কুমারঘাট ব্লক চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশ, টিএসআর এবং আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েনের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় চলছে নিয়মিত টহল।

নির্বাচনকে সামনে রেখে কুমারঘাটে প্রশাসনিক প্রস্তুতিও প্রায় শেষ পর্যায়ে। কুমারঘাট আরডি ব্লকের অধীনে মোট ৯টি এডিসি ভিলেজে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। এই ৯টি ভিলেজ কাউন্সিলে মোট ৬৭টি আসন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৩ হাজার ৪৬৩ জন। ভোটগ্রহণের জন্য মোট ২৪টি ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে শুরু করেছেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধীউভয় শিবিরের মধ্যেই ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল, সমর্থকদের জমায়েত এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির ফলে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে নির্বাচনী পরিবেশ।

কুমারঘাট ব্লকের নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি নিয়ে রিটার্নিং অফিসার তথা কুমারঘাট ব্লকের বিডিও সুশান্ত দত্ত জানান, নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার কাজ চলছে। ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মোট ১২১টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।

শুধু মনোনয়ন গ্রহণ কিংবা ভোটগ্রহণের প্রস্তুতিই নয়, ভোট-পরবর্তী ব্যবস্থাপনাও ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করেছে প্রশাসন। রিটার্নিং অফিসার জানান, ভোট গণনা, স্ট্রং রুম এবং রিসিভিং ও ডিসপার্সাল সেন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ফটিকরায়ের এডিসি এলাকার রাজকান্দি সাব-জোনাল অফিসে। ফলে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ব্যালট সংরক্ষণ থেকে শুরু করে গণনা পর্যন্ত যাবতীয় প্রক্রিয়াও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কুমারঘাট ব্লক চত্বরে বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নিরাপত্তা। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আরক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে টহলও চালানো হচ্ছে।

রিটার্নিং অফিসার জানান, নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছেও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দীর্ঘ সময় পর এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়ায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে বাড়তি উৎসাহ। মনোনয়ন জমার পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনী প্রচার আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনের নজর এখন শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ করা এবং নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করার দিকে। এরপর আগামী ৫ অক্টোবর ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে। কুমারঘাটের ৯টি এডিসি ভিলেজে শেষ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক শক্তি কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আর নির্বাচনী ফলাফলে কারা শেষ হাসি হাসবেএখন সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

জিবিপি হাসপাতালে ১০০টি এভি ফিস্টুলা সার্জারি সম্পন্ন

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার আন্তরিক উদ্যোগে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত হল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। মণিপুরের শিজা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় জিবিপি হাসপাতালে আয়োজিত পঞ্চম এভি ফিস্টুলা ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে এখনও পর্যন্ত জিবিপি হাসপাতালে মোট ১০০ জন রোগীর এভি ফিস্টুলা সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চম এভি ফিস্টুলা ক্যাম্পে মোট ৩২ জন রোগীর স্ক্রিনিং করা হয়। তাঁদের মধ্যে উপযুক্ত ২৩ জন রোগীর এভি ফিস্টুলা সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জিবিপি হাসপাতালে ১০০টি এভি ফিস্টুলা সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়াকে রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কিডনি রোগ এবং রেনাল ফেইলিউরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বর্তমানে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিডনি বিকল রোগীদের ক্ষেত্রে নিয়মিত হেমোডায়ালাইসিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর হেমোডায়ালাইসিসের জন্য রোগীর শরীরে একটি উপযুক্ত ভাসকুলার অ্যাক্সেস থাকা অত্যাবশ্যক। সেই প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই ডায়ালাইসিস-নির্ভর রোগীদের জন্য এভি ফিস্টুলা সার্জারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এভি ফিস্টুলা হলো হেমোডায়ালাইসিসের জন্য প্রয়োজনীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাসকুলার অ্যাক্সেস। সাধারণত রোগীর রক্তনালীর সঙ্গে শিরার সংযোগ তৈরি করে এটি করা হয়, যার মাধ্যমে নিয়মিত ডায়ালাইসিসের সময় রক্ত চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবেশপথ তৈরি হয়। দীর্ঘমেয়াদি ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রে এই ধরনের কার্যকর ভাসকুলার অ্যাক্সেস রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এর আগে এ ধরনের উন্নত চিকিৎসার জন্য অনেক রোগীকেই রাজ্যের বাইরে যেতে হতো। ফলে চিকিৎসার পাশাপাশি রোগী ও তাঁদের পরিবারের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ, সময়ের অপচয় এবং নানা ধরনের বিড়ম্বনা তৈরি হতো। জিবিপি হাসপাতালে ধারাবাহিকভাবে এভি ফিস্টুলা ক্যাম্প আয়োজনের ফলে এখন ডায়ালাইসিস-নির্ভর রোগীরা নিজ রাজ্যেই উন্নতমানের ভাসকুলার অ্যাক্সেস পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

এই উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল প্রশাসনের পাশাপাশি হাসপাতালের প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগ এবং নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সমন্বিত ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একই সঙ্গে মণিপুরের শিজা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং সার্জিক্যাল টিমের সক্রিয় সহযোগিতাও এই সাফল্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকল চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, টেকনিশিয়ান এবং সহযোগী কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই জিবিপি হাসপাতালে ১০০টি এভি ফিস্টুলা সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের মতে, এই উদ্যোগ শুধু রাজ্যের সরকারি চিকিৎসা পরিষেবার সক্ষমতাকেই আরও শক্তিশালী করবে না, বরং ডায়ালাইসিস-নির্ভর রোগীদের চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে সময়, অর্থ এবং বিড়ম্বনাও অনেকটাই কমাবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহযোগিতায় এ ধরনের ক্যাম্প নিয়মিত আয়োজনের ফলে রাজ্যের কিডনি রোগীদের জন্য আরও উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ তৈরি হবে। আগামী দিনেও রোগীদের স্বার্থে এ ধরনের এভি ফিস্টুলা ক্যাম্প অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজ্যের মানুষের জন্য উন্নত, আধুনিক এবং সহজলভ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতাল ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাবে বলেও স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে থানায় জমা দিতে হবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সব আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

কালের আলো প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে সিপাহীজলা জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করল জেলা প্রশাসন। নির্বাচনের সময় যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা, হিংসা বা বেআইনি অস্ত্রের ব্যবহার না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে জেলার সব লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল।

জেলাশাসকের জারি করা আদেশ অনুযায়ী, জেলার যেসব ব্যক্তি বৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদের লাইসেন্সধারী, তাঁদের আগামী ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এর মধ্যে নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট থানায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিতে হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর থাকবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ব্যক্তি লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের অপব্যবহার করতে না পারেন এবং নির্বাচনী পরিবেশে নিরাপত্তাজনিত কোনও ঝুঁকি তৈরি না হয়, সে বিষয়টি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের আগে আগ্নেয়াস্ত্র জমা নেওয়ার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় অস্ত্র আইন, ১৯৫৯-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলাশাসক এই নির্দেশ জারি করেছেন। আদেশে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিতে হবে। নির্দেশ অমান্য করে নির্ধারিত সময়সীমার পরও কারও কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বা গোলাবারুদ মজুত পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে নিরাপত্তা ও সরকারি দায়িত্ব পালনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি শ্রেণির সদস্যকে এই নির্দেশের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। আদেশ অনুযায়ী, কর্তব্যরত পুলিশকর্মী, আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য, সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য, সশস্ত্র বনরক্ষী এবং ব্যাংকের নিরাপত্তারক্ষীরা এই নির্দেশের বাইরে থাকবেন।

প্রশাসনের এই পদক্ষেপের ফলে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে সিপাহীজলা জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যাতে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য জেলা প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। জেলাশাসকের এই নির্দেশের পর লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রধারীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তাঁদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দেওয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দেশ কার্যকরভাবে পালন হচ্ছে কি না, তা নজরদারির বিষয়েও প্রশাসন গুরুত্ব দিচ্ছে। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতা ইতিমধ্যেই জেলায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের এই অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশকে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৪১তম জাতীয় নেত্রদান পক্ষ উপলক্ষ্যে ধলাই জেলা হাসপাতালে সচেতনতামূলক কর্মশালা

কালের আলো প্রতিনিধি, আমবাসা, ৭ সেপ্টেম্বর।। দৃষ্টিহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই এবং মরণোত্তর চক্ষুদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ৪১তম জাতীয় নেত্রদান পক্ষ উপলক্ষে ধলাই জেলা হাসপাতালে এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি ধলাই জেলা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই কর্মশালায় চক্ষুদানের প্রয়োজনীয়তা, বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব এবং মৃত্যুর পর কর্নিয়া সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা হাসপাতালের এমএস ডা. বিধান ভৌমিক, ডিপিও ডা. সুমন পাল, ডিএফডব্লিউও ডা. প্রীতম দেববর্মা-সহ জেলা হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক, নার্স এবং বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীরা।

কর্মশালায় আলোচনায় অংশ নিয়ে ডা. সুমন পাল ও ডা. জেনিফার দেববর্মা নেত্রদানের প্রয়োজনীয়তা এবং এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। ডা. সুমন পাল বলেন, দেশে কর্নিয়াজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণে চক্ষুদান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। একজন ব্যক্তি মরণোত্তর নিজের কর্নিয়া দান করলে তা দুইজন দৃষ্টিহীন মানুষের জীবনে দৃষ্টির আলো ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই চক্ষুদানকে ঘিরে সমাজের বিভিন্ন স্তরে থাকা কুসংস্কার, ভুল ধারণা ও দ্বিধা দূর করতে সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

তিনি বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে চক্ষুদান সম্পর্কে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং মৃত্যুর পর চক্ষুদানে পরিবারগুলিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, ডা. জেনিফার দেববর্মা চক্ষু সংগ্রহের প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় সময়সীমা এবং নেত্রদানের সহজ নিয়মাবলী *সাতের পাতায় দেখুন*

উটাবাড়ি এসবি স্কুলে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শনাক্ত ৫ শিশুর রোগ

কালের আলো প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ সেপ্টেম্বর।। শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় খোয়াই জেলার কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন উটাবাড়ি এসবি স্কুলে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের মোট ৬৫ জন শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

বিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়াই এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই উটাবাড়ি এসবি স্কুলে আয়োজিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় চিকিৎসকরা শিশুদের শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করেন।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় মোট পাঁচজন শিশুর মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা শনাক্ত হয়। এর মধ্যে দুইজন শিশুর ত্বকের রোগ এবং তিনজন শিশুর ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা শনাক্ত করা হয়েছে। রোগ শনাক্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট শিশুদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও *সাতের পাতায় দেখুন*

বিশ্বকর্মা পুজোর আগে মূর্তিপাড়ায় ব্যস্ততা মূর্তির ন্যায্য দাম নিয়ে দুশ্চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

কালের আলো প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৭ সেপ্টেম্বর।। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি এলেই বাঙালির ঘরে ঘরে শুরু হয় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনা। আর সেই পুজোকে সামনে রেখে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের মূর্তিপাড়ায় এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে। সকাল থেকে গভীর রাতমাটির সঙ্গে লড়াই করে নিপুণ হাতে একের পর এক প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন মৃৎশিল্পীরা। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ের রাজনগর গ্রামের শক্তিসংঘ এলাকার মূর্তিপাড়াতেও এখন একই চিত্র। কোথাও খড়ের কাঠামো তৈরি হচ্ছে, কোথাও সেই কাঠামোর গায়ে পড়ছে মাটির প্রলেপ, আবার কোথাও চলছে রং ও সাজসজ্জার শেষ মুহূর্তের কাজ।

তবে উৎসবের আবহের মধ্যেও মৃৎশিল্পীদের মুখে নেই স্বস্তির হাসি। তাঁদের অভিযোগ, গত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর প্রতিমার প্রকৃত দাম পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে প্রতিমা তৈরির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল থেকে শুরু করে শ্রমিকের মজুরিসবকিছুর খরচ বেড়েছে। ফলে পরিশ্রমের তুলনায় লাভের পরিমাণ ক্রমেই কমছে। এই পরিস্থিতিতে আর্থিক দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এলাকার দরিদ্র ও ক্ষুদ্র মৃৎশিল্পীরা।

রাজনগরের মৃৎশিল্পী সুমন রুদ্রপাল জানান, প্রায় দু'মাস আগে থেকেই তাঁরা বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেছেন। এ বছর তাঁদের কারখানায় প্রায় ৭০টি বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। শ্রমিকদের সহযোগিতায় প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা ধরে কাজ করতে হচ্ছে। পুজোর দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে কাজের চাপ।

সুমনবাবুর কথায়, প্রতিমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ সামগ্রীই তাঁদের বাইরের বাজার থেকে কিনে আনতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত নির্মাণসামগ্রীর দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে প্রতিমার দাম বাড়েনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতারা কম দামে প্রতিমা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। ফলে প্রতিমা তৈরি করে আগের মতো লাভ থাকছে না।

শুধু কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধিই নয়, দক্ষ শ্রমিক পাওয়াও বর্তমানে মৃৎশিল্পীদের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুমন রুদ্রপালের মতে, পরিশ্রমের তুলনায় এই পেশায় আয় কমে যাওয়ায় বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের মধ্যে মূর্তি তৈরির কাজে আগ্রহ ক্রমশ কমছে। ফলে আগামী দিনে পূর্বপুরুষদের এই ঐতিহ্যবাহী পেশা টিকিয়ে রাখা নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

একই সমস্যার কথা জানালেন এলাকার প্রবীণ মৃৎশিল্পী দীনবন্ধু রুদ্রপাল। তিনি জানান, এ বছর প্রায় ৭০টি বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরি করছেন। বিশ্বকর্মা পুজোর কাজ শেষ হলেই শুরু হবে দুর্গাপ্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা। কিন্তু একের পর এক প্রতিমা তৈরি করলেও বর্তমান বাজারে তার সঠিক মূল্য পাওয়া যাচ্ছে না।

দীনবন্ধুবাবু জানান, এখনও বেশ কিছু প্রতিমার বরাত আসা বাকি রয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত কতগুলি প্রতিমা বিক্রি হবে এবং কতটা দাম পাওয়া যাবে, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তাঁর কথায়, আগে মূর্তি তৈরির কাজে ভালো লাভ থাকলেও বর্তমানে সেই পরিস্থিতি নেই। অথচ প্রতিমা তৈরির সমস্ত উপকরণের দাম বেড়েই চলেছে। ষাটের ঊর্ধ্বে এই প্রবীণ মৃৎশিল্পী জানান, মাত্র ১৬ বছর বয়স থেকে তিনি প্রতিমা তৈরির কাজ করে আসছেন। বাবার কাছ থেকেই এই শিল্পের কাজ শিখেছিলেন। বর্তমানে নিজের ছেলেকেও এই পেশায় যুক্ত করেছেন। বাবা-ছেলে মিলে গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিমা তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন আরও দু'জন শ্রমিক।

দীনবন্ধুবাবুর কথায়, পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া এই ঐতিহ্যবাহী পেশাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিনি নিজের ছেলেকে মূর্তি তৈরির কাজ শেখাচ্ছেন। তবে বাজারে প্রতিমার ন্যায্য দাম না পাওয়া এবং উৎপাদন খরচ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগও রয়েছে তাঁর।

এদিকে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই ব্যস্ততা বাড়ছে ফটিকরায়ের রাজনগর শক্তিসংঘ এলাকার মূর্তিপাড়ায়। কারিগরদের নিপুণ হাতে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছেন দেবশিল্পী। খড়ের কাঠামোয় ফুটে উঠছে অবয়ব, তার উপর পড়ছে মাটির প্রলেপ। এরপর রং, সাজসজ্জা ও অলংকরণের মাধ্যমে প্রতিমা পাবে পূর্ণতা।

একদিকে উৎসবকে ঘিরে মানুষের মধ্যে বাড়ছে উৎসাহ, অন্যদিকে সেই উৎসবের অন্যতম কারিগর মৃৎশিল্পীদের কপালে পড়েছে চিন্তার ভাঁজ। দিন-রাত পরিশ্রম করে প্রতিমা তৈরি করেও যদি তার ন্যায্য মূল্য না মেলে, তাহলে এই প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলির আর্থিক সংকট আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

বিশ্বকর্মা পুজোর প্রস্তুতি এখন কার্যত মধ্যগগনে। হাতে সময় কম, তাই শেষ মুহূর্তের কাজে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। তাঁদের প্রত্যাশা, পুজোর আগে প্রতিমার যথাযথ মূল্য মিলবে এবং তাঁদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দেবে পরিবারে।

টুকিটাকি

■ বকাফায় বিজেপি, তিপ্রা মথা এবং আইপিএপটি নেতৃত্বরা ভিলেজ কমিটির ভোট নিয়ে বৈঠক করেন।

লেফুঙ্গায় শাসক-বিরোধী শূন্য ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি)-এর ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে লেফুঙ্গা ব্লক এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। লেফুঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত মোট ১০টি ভিলেজ কমিটির মধ্যে ইতিমধ্যেই পাঁচটি ভিলেজ কমিটি থেকে তিপ্রা মথা মনোনীত মোট ৩৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। বাকি পাঁচটি ভিলেজ কমিটির প্রার্থীরা মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বলে জানা গেছে।

তবে সোমবার পর্যন্ত লেফুঙ্গা ব্লকে শাসক দল বিজেপি, বিরোধী সিপিআইএম ও কংগ্রেস এবং শাসক জোটের শরিক আইপিএফটির পক্ষ থেকে কোনও প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। ফলে মনোনয়ন জমার প্রথম পর্যায়ে লেফুঙ্গা ব্লকের নির্বাচনী চিত্রে তিপ্রা মথারই আধিপত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দীর্ঘ সময় পর এডিসি এলাকার ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয় স্তরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তেজনা ও উৎসাহ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করলেও লেফুঙ্গায় এখনও পর্যন্ত তিপ্রা মথার প্রার্থীরাই আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন দাখিল করেছেন।

এদিকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার প্রসেনজিৎ ভৌমিক জানান, অবাধ, সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও নির্ভীক পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি জানান, নির্বাচনী প্রক্রিয়া যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ভোটারদের নিরাপদ পরিবেশে ভোটদানের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্যও প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

রিটার্নিং অফিসার প্রসেনজিৎ ভৌমিক এলাকার ভোটারদের উদ্দেশে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে সফল করে তুলতে পারে।

লেফুঙ্গা ব্লকের ১০টি ভিলেজ কমিটিকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর নির্বাচনী সমীকরণ আরও স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আপাতত পাঁচটি ভিলেজ কমিটিতে তিপ্রা মথার ৩৯ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা পড়ায় লেফুঙ্গার নির্বাচনী ময়দানে তিপ্রা মথাই প্রথম শক্তি প্রদর্শন করল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ ও নির্ভীক পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করার প্রস্তুতির কথা জানানো হলেও, বাকি রাজনৈতিক দলগুলি কবে এবং কতজন প্রার্থী নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে নামে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে লেফুঙ্গার রাজনৈতিক মহল।

জোলাইবাড়িতে ত্রিদলীয় জোটের শক্তিপ্রদর্শন প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিল, সমর্থকদের উচ্ছ্বাস

কালের আলো প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে জোলাইবাড়ী ব্লকে ত্রিদলীয় জোটের পক্ষ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হলো। বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটিএই তিন দলের মধ্যে আসন সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করে সোমবার জোলাইবাড়ী ব্লকের রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন জোটের মনোনীত প্রার্থীরা।

এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপির কেন্দ্রীয় স্তরের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার পর বিজেপির সঙ্গে জোটসঙ্গী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিপ্রা মথা ও আইপিএফটি। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোলাইবাড়ী ব্লক এলাকায় তিন দলের নেতৃত্ব বৈঠকে বসে আসন ভাগাভাগি ও প্রার্থী বাছাইয়ের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এরপর সোমবার সম্মিলিতভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।

জোটের নেতৃত্বদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জোলাইবাড়ী ব্লকের অধীনে মোট ১০টি এডিসি ভিলেজ রয়েছে। এর আওতায় মোট ৪৮টি ওয়ার্ডে ৮৪ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। নির্ধারিত আসন অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করে প্রত্যেক দলের মনোনীত প্রার্থীরা এদিন রিটার্নিং অফিসারের কাছে তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর বিজেপি ও আইপিএফটির নেতৃত্বরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে জোটের প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করতে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে নামবেন। তাঁদের দাবি, নির্বাচনে জয়লাভের পর এডিসি এলাকার মানুষের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি এডিসি এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার আশ্বাসও দেন তাঁরা।

এদিকে মনোনয়নপত্র জমাকে ঘিরে জোলাইবাড়ী ব্লক এলাকায় বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটি দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন এলাকা থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা প্রার্থীদের সঙ্গে এসে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে অংশ নেন। ফলে এদিন জোলাইবাড়ী ব্লক চত্বর কার্যত রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের জমায়েতে সরগরম হয়ে ওঠে। আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে জোলাইবাড়ী ব্লকে বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটির এই সমন্বয় রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। আসন সমঝোতার ভিত্তিতে তিন দলের সম্মিলিত লড়াই নির্বাচনী ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

দামছড়ায় তিপ্রা মথা-র শক্তি প্রদর্শন ১৩ ভিলেজে ৯৫ প্রার্থীর মনোনয়ন

কালের আলো প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৭ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে পাহাড়ে ক্রমশ তীব্র হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের মধ্যে যেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে, তেমনি শুরু হয়েছে শক্তি প্রদর্শনের পালাও। এরই অঙ্গ হিসেবে সোমবার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত দামছড়া আরডি ব্লকের ১৩টি এডিসি ভিলেজ কাউন্সিলের নির্বাচনে তিপ্রা মথার মনোনীত মোট ৯৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

এদিন দামছড়া বাজার এলাকা থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে র‍্যালি করে মনোনয়ন কেন্দ্রে পৌঁছান তিপ্রা মথার প্রার্থীরা। র‍্যালিকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পরে নির্ধারিত মনোনয়ন কেন্দ্রে দামছড়া আরডি ব্লকের বিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার অনুপম চাকমার কাছে একে একে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা। মনোনয়নপত্র দাখিল কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথার ইএম ভবরঞ্জন রিয়াং, ওয়াইএটিএফ-এর উত্তর জেলার সভাপতি খুকন ত্রিপুরাসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে দামছড়া বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইএম ভবরঞ্জন রিয়াং ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে তিপ্রা মথার অবস্থান তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকার স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন নিয়মিতভাবে হওয়া প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। ভবরঞ্জন রিয়াং আরও দাবি করেন, তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মনের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই ২০২৬ সালে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে নির্বাচনের গুরুত্ব এবং তিপ্রা মথার রাজনৈতিক ভূমিকার বিষয়টিও উঠে আসে।

আসন্ন নির্বাচনে দামছড়া আরডি ব্লকের ১৩টি ভিলেজ কাউন্সিলেই তিপ্রা মথার প্রার্থীরা জয়ী হবেন বলেও আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন তিনি। দলীয় সংগঠন, কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয়তা এবং সাধারণ মানুষের সমর্থনের ভিত্তিতেই এই জয়ের ব্যাপারে তাঁরা আশাবাদী বলে জানান।

উল্লেখ্য, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচার, সাংগঠনিক বৈঠক এবং মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ফলে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে পাহাড়ি এলাকায়। দামছড়ায় সোমবার তিপ্রা মথার ৯৫ জন প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল সেই রাজনৈতিক তৎপরতারই অন্যতম নজির বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় ডিজিটাল অভিযোগ ব্যবস্থায় জোর রাজ্যপালের

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভিযোগগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। সোমবার সকালে লোকভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, সদস্য সচিব এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্য-সদস্যারা। এই সাক্ষাৎকালে রাজ্যের শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

সাক্ষাৎকালে রাজ্যপাল শিশু অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তার পরবর্তী প্রক্রিয়াকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করে তুলতে ডিজিটাল-ভিত্তিক অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা এবং কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সুসংহত করার নির্দেশ দেন। তাঁর বক্তব্য, অভিযোগ পাওয়ার পর তা যাতে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছায় এবং দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা যায়, সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে কোনও অভিযোগ বা আবেদন নিষ্পত্তিতে যাতে অযথা বিলম্ব না হয়, সে বিষয়ে রাজ্যপাল গুরুত্বারোপ করেন। শিশুদের স্বার্থ জড়িত এমন বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভিযোগকারীদের আবেদন সময়মতো নিষ্পত্তি করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে আরও উন্নত সমন্বয় গড়ে তোলার ওপরও তিনি জোর দেন।

এদিনের সাক্ষাতে ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিদল রাজ্যে শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করেন। পাশাপাশি, শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের নিরাপত্তা ও সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে কমিশনের পক্ষ থেকে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচির বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রতিনিধিদল জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন অব চিলড্রেন) আইন বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়েও রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করেন। রাজ্যে শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় কমিশনের কার্যক্রম, শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং তাদের নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করা হয়।

শিশুদের অধিকার প্রচার ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের ভূমিকা ও প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি শিশুর জন্য নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রশাসন, কমিশন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সংশ্লিষ্ট দফতর এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি পক্ষকে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে বলেও আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুদের নিরাপত্তা, কল্যাণ এবং স্বাভাবিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে।

ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শিক্ষক দিবস উদযাপন

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষক দিবস, নিপুণ ত্রিপুরা মিশনের চতুর্থ বর্ষপূর্তি এবং দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীর ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিদ্যালয় চত্বরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলা, সৃজনশীলতা এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া পড়ুয়াদের উৎসাহিত করা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করে তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বলা হয়, "শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষক সমাজ এগিয়ে গেলেই দেশ ও জাতি এগিয়ে যাবে।" শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকের গুরুত্ব ও সমাজ গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরা হয়। একজন শিক্ষকের কাছ থেকে শুধু পাঠ্যজ্ঞান নয়, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধও শেখার সুযোগ পায় ছাত্রছাত্রীরাএই বার্তাও অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। প্রাথমিক বিভাগের খুদে পড়ুয়াদের পরিবেশনায় গান, নৃত্যসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশ, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আরও সুদৃঢ় হবে।

এনডিএ-র ব্যানারে ভিলেজ কমিটির ভোটে বিজেপি-মথা একসঙ্গে গভীর রাতের বৈঠকে আসন সমঝোতা চূড়ান্ত

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। বহু টানাপোড়েন, জল্পনা ও রাজনৈতিক দর-কষাকষির পর অবশেষে আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে এনডিএর শরিক হিসেবেই একসঙ্গে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিল বিজেপি ও তিপ্রা মথা। রবিবার গভীর রাতে আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের দীর্ঘ বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে জানানো হয়। বৈঠকে দুই দলের মধ্যে আসন সমঝোতাও চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

যদিও আগরতলায় রবিবার রাতের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও চূড়ান্ত সমন্বয় করা হয়, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, বিজেপি ও তিপ্রা মথার মধ্যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিয়ে সমঝোতার মূল সিদ্ধান্তটি সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকেই চূড়ান্ত হয়েছিল। এরপর রাজ্যস্তরে দুই শরিক দলের মধ্যে আসন বণ্টনসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

রবিবার রাতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিপ্রা মথার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দলের বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, এডিসির সিইএম রংনিয়াল দেববর্মা-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। বিজেপির পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্ব বিপিন দেববর্মা-সহ অন্যান্যরা।

দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই বৈঠকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে দুই দলের কৌশল, আসন সমঝোতা এবং এনডিএর ব্যানারে যৌথভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ম্যারাথন বৈঠক শেষে রাত প্রায় আড়াইটা নাগাদ দুই দলের নেতাদের পাশে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি জানান, বৈঠকে সুন্দরভাবে আলোচনা হয়েছে এবং এনডিএর হয়ে বিজেপি ও তিপ্রা মথা একসঙ্গে নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই আসন সমঝোতাও সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি। সেই সমঝোতা অনুযায়ী সোমবার থেকেই দুই দলের প্রার্থীরা ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন বলেও তিনি জানান।

এই ঘোষণার ফলে দীর্ঘদিন পর এডিসি এলাকার তৃণমূল স্তরের নির্বাচনে বিজেপি ও তিপ্রা মথাকে একই রাজনৈতিক সমীকরণে দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে দুই দলের মধ্যে আলাদা আলাদাভাবে প্রার্থী দেওয়া এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, রাতের বৈঠকের সিদ্ধান্তে আপাতত তার অবসান ঘটল।

তবে জোটের ঘোষণা হলেও বেশ কিছু প্রশ্ন এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। এর মধ্যে অন্যতম হলইতিমধ্যেই তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভিলেজ কমিটির আসনে যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে, আসন সমঝোতার পর সেই প্রার্থীদের অবস্থান কী হবে। তাঁদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হবে কি না, নাকি সমঝোতার আওতায় তাঁদেরই প্রার্থী হিসেবে রাখা হবেতা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ঘোষণা সামনে আসেনি।

একইভাবে নির্বাচনী প্রচার নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। দুই দল যৌথভাবে প্রচারে নামবে, নাকি আসন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দলের প্রার্থীরা পৃথকভাবে প্রচার করবেন, সে বিষয়টিও এখনও পরিষ্কার নয়। ফলে আসন সমঝোতার পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারের রূপরেখা নিয়েও দুই শরিক দলের মধ্যে আরও আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এই সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা এবং তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি চলে যাওয়ায় সোমবার ওই বৈঠক হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, দলীয় সমঝোতার বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করতে সোমবার বিকেলের দিকে তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সঙ্গে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের বৈঠক হতে পারে বলেও একটি সূত্রের দাবি। সেই বৈঠক হলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া মনোনয়নপত্র, প্রার্থী তালিকা, প্রচার কৌশল এবং আসনভিত্তিক সমন্বয় নিয়ে আরও স্পষ্টতা আসতে পারে।

সব মিলিয়ে, দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বিজেপি ও তিপ্রা মথার একসঙ্গে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিয়েছে। এখন নজর সোমবারের মনোনয়ন দাখিল এবং পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মসূচির দিকে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন
আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আপনাকে আসতে হবে না। আপনি লিখে পাঠান 'বিজ্ঞাপন দিতে চাই'। আমরা যোগাযোগ করব আপনার সাথে।
হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৮৮৩৭২৬৯৫৫৪
এই নম্বরে
সব পাঠকের প্রিয় দৈনিক
কালের আলো

পার্বতী ত্রিপুরা

■ ভিলেজ কমিটি নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিজেপির জনজাতি কার্যকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

জোটের সমীকরণে ক্ষোভ, লুধুয়ায় বিজেপি-র বুথ কার্যালয়ে আগুন

কালের আলো প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৭ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার পশ্চিম লুধুয়া এডিসি ভিলেজের ওপর বাজার এলাকায় চরম উত্তেজনা ও রাজনৈতিক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জোটের আসন সমঝোতাকে কেন্দ্র করে ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে দলীয় বুথ কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার দুপুরের এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম লুধুয়া এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছিল। দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে আলোচনা, কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নির্বাচনী প্রচারের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয় কর্মীদের। কিন্তু মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ পর্যায়ে এসে দলের উচ্চ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে ঘিরে পরিস্থিতি আচমকাই বদলে যায়।

অভিযোগ, পশ্চিম লুধুয়া এডিসি ভিলেজের মোট সাতটি ওয়ার্ডের কোনওটিতেই বিজেপির প্রতীকে প্রার্থী দেওয়া হচ্ছে না। জোটের সমীকরণের কারণে সাতটি আসনই শরিক দল তিপ্রা মথাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের দাবি। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই কর্মীদের একাংশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়।

ক্ষুব্ধ কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা এলাকায় দলের সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য পরিশ্রম করেছেন। নির্বাচনের আগে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই সাতটি আসন শরিক দলকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাঁরা কার্যত হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন।

স্থানীয় এক বিজেপি কর্মীর কথায়, "দিনরাত পরিশ্রম করে সংগঠন তৈরি করেছি। নির্বাচনের সময় এসে যদি একটি আসনেও দলের প্রার্থী না থাকে, তাহলে মাঠের কর্মীদের অবস্থান কোথায়?" তাঁর অভিযোগ, দলের নিচুতলার কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়েই উপরতলার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই ক্ষোভের মধ্যেই সোমবার বুথ কার্যালয়ে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, উত্তেজিত বিজেপি কর্মীদের একাংশই দলীয় কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে তার আগেই কার্যালয়ের একাংশ পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও দলীয় কর্মীদের মধ্যে ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। যদিও আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ এবং কারা এই ঘটনায় জড়িত, তা নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

এদিকে, ঘটনাকে ঘিরে বিজেপির অভ্যন্তরে জোট রাজনীতির প্রভাব নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, জোটের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণ মেলাতে গিয়ে যদি *সাতের পাতায় দেখুন*

ঘর ভাড়া না দেওয়াকে কেন্দ্র করে ৭০ বছর বয়সি বৃদ্ধাকে মারধরের অভিযোগ

কালের আলো প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর।। ঘর ভাড়া না দেওয়াকে কেন্দ্র করে ৭০ বছর বয়সি এক বৃদ্ধাকে মারধরের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বিশ্রামগঞ্জের নলজলা এলাকায়। ঘটনায় অভিযুক্ত সহীদ মিয়া ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে সোমবার বিশ্রামগঞ্জ—উদয়পুর ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় হিন্দু নাগরিক মঞ্চ। অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের নলজলা এলাকার বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সি লক্ষ্মী সরকারকে ঘর ভাড়া না দেওয়াকে কেন্দ্র করে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় বৃদ্ধা আহত হন। অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সরব হয় হিন্দু নাগরিক মঞ্চ। সোমবার সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশ্রামগঞ্জ—উদয়পুর ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। বিক্ষোভকারীরা সড়কে অবস্থান নেওয়ায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ পৌঁছায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বিশ্রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অজিত দেববর্মা। তিনি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ঘটনার বিষয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য ওসি বিক্ষোভকারীদের কাছে ২৪ ঘণ্টা সময় চান। পুলিশের আশ্বাসে শেষ পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন বিক্ষোভকারীরা। এরপর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃদ্ধাকে মারধরের অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তৎপর হয় বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত অভিযান চালিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যেই সহীদ মিয়া ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্রামগঞ্জ থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা জানান, অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে অভিযুক্ত সহীদ মিয়া ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং গ্রেপ্তার দুজনকেই আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা রয়েছে। তবে পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গেছে।

মিছিল করে ২৩ ভিসিতে তিপ্রা মথার মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিল মান্দাইয়ে

কালের আলো প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ৭ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ এক দশকের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা ইতিমধ্যেই তুঙ্গে। সোমবার মান্দাই ব্লকের অন্তর্গত ২৬টি ভিলেজ কমিটির মধ্যে ২৩টি ভিসিতে তিপ্রা মথা দলের মনোনীত প্রার্থীরা দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

এদিন মান্দাই ব্লক এলাকায় তিপ্রা মথার মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। মিছিল করে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পৌঁছন। মিছিলকে ঘিরে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল যথেষ্ট উচ্ছ্বাস।

মনোনয়ন দাখিলের সময় উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথার এমডিসি জিতেন দেববর্মা, বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। দলীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর অধীন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দীর্ঘদিন ধরে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কেন্দ্রে বিজেপির সঙ্গে তিপ্রা মথার জোট এবং রাজ্যেও বিজেপি-তিপ্রা মথার জোট সরকার থাকা সত্ত্বেও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দীর্ঘদিন আটকে থাকার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন তুলেছিল তিপ্রা মথা।

দলীয় সূত্রের দাবি, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবিতে দলের প্রতিষ্ঠাতা তথা 'বুবাগ্রা' প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে আসেন। বিষয়টি প্রথমে হাই কোর্ট এবং পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। দীর্ঘ শুনানি ও আইনি প্রক্রিয়ার পর আদালতের নির্দেশেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর পর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয় বলে দাবি তিপ্রা মথা নেতৃত্বের।

এই নির্বাচনে মান্দাই ব্লকের ২৬টি ভিলেজ কমিটির মধ্যে ২৩টিতে প্রার্থী দেওয়ার মাধ্যমে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তির জানান দিল তিপ্রা মথা। মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা গেছে, তা আগামী ভিসি নির্বাচনে দলের রাজনৈতিক প্রস্তুতিরই ইঙ্গিত বলে মনে করছে তিপ্রা মথা নেতৃত্ব।

এদিন মনোনয়ন দাখিলের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দলের নেতৃত্ব ভিলেজ কমিটি নির্বাচন, দলের প্রতিষ্ঠাতা *সাতের পাতায় দেখুন*

সোনামুড়ায় জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ ও ভিলেজ হেলথ নিউট্রিশন ডে পালিত

কালের আলো প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৭ সেপ্টেম্বর।। সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালের আওতাধীন বিভিন্ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ এবং ভিলেজ হেলথ নিউট্রিশন ডে উপলক্ষে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মা ও শিশুদের সুস্বাস্থ্য, সুষম খাদ্য এবং সঠিক পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, মহকুমার বিভিন্ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনস্থ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে দিনব্যাপী এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এর মধ্যে পোয়াংবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকার মনমোহন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, রুদিজলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকার মাস্টারপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং পশ্চিম মেলাঘর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকার নয়নতাঁরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিশেষভাবে কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীরা উপস্থিত থেকে মা ও শিশুদের পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার, সুষম খাদ্য গ্রহণ, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এছাড়াও গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। গর্ভাবস্থায় মায়েদের পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরামর্শ মেনে চলা এবং শিশু জন্মের পর মায়ের দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব নিয়েও সচেতন করা হয়। স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, মা ও শিশুর অপুষ্টি রোধে পরিবারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষের সচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের বয়স ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে আয়োজিত এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার মা ও শিশুদের কাছে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিলোনীয়া ও সাব্রুমে ৫০০ মিটার এলাকায় রাত ৮টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত কড়াকড়ি

কালের আলো প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ সেপ্টেম্বর।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া ও সাব্রুম মহকুমায় একাধিক বিধিনিষেধ জারি করেছেন জেলাশাসক। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ ধারায় জারি করা এই আদেশে সীমান্তবর্তী এলাকায় রাতের চলাচল, জনসমাবেশ, পশু পরিবহণ, দোকান-বাজার খোলা এবং নদীপথে ফেরি চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

আদেশ অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত এলাকায় রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ও যানবাহনের চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার এবং বিলোনীয়া ও সাব্রুমের মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও যানবাহন ছাড়া অন্য কেউ ওই সময়ে চলাচল করতে পারবেন না।

আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ৫ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে পাঁচজনের বেশি ব্যক্তি একসঙ্গে সমবেত হতে পারবেন না। পাশাপাশি অস্ত্র কিংবা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন লাঠি, ইটের টুকরোসহ কোনও সামগ্রী বহনেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

সূর্য্যাস্ত থেকে পরদিন সূর্য্যোদয় পর্যন্ত সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার এলাকার মধ্যে পশু *সাতের পাতায় দেখুন*

কৈলাসহারে প্রসবের আগেই মা-শিশুর মৃত্যু, চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে উঠল প্রশ্ন

কালের আলো প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ সেপ্টেম্বর।। আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা ছিল। তার পরেই হয়তো মায়ের কোল আলো করে পৃথিবীর মুখ দেখত একটি নতুন প্রাণ। কিন্তু তার আগেই নিভে গেল সেই প্রাণের আলো। মৃত্যু হল মায়েরও। আর সেই মৃত্যুকে ঘিরেই কৈলাসহরের সরকারি হাসপাতালগুলির চিকিৎসা পরিষেবা এবং পরিকাঠামো নিয়ে ফের উঠল একাধিক প্রশ্ন।মৃতার নাম নুর জাহানারা বেগম (২৪)। তিনি গৌরনগর ব্লকের নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা এবং লায়েক আলীর স্ত্রী। জাহানারার গর্ভে থাকা সন্তানটিরও মৃত্যু হয়েছে।

পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতি এবং হাসপাতালের অব্যবস্থার কারণেই মা ও অনাগত সন্তানদু'জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের দাবি, রোগীর শারীরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ছিল এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপই করা হয়েছিল।নুর জাহানারার স্বামী লায়েক আলীর দাবি, গত প্রায় আট মাস ধরে কৈলাসহরের মহকুমা হাসপাতালের (আরজিএম) প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ চিরঞ্জীব দেব এর অধীনে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা চলছিল। শনিবার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে তাঁকে কৈলাসহর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।অভিযোগ, রবিবার ভোরের দিকে জাহানারার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরিবারের দাবি, জেলা হাসপাতালে পৌঁছনোর পরেও কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পাওয়া যায়নি। রক্তক্ষরণে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন নুর জাহানারা। তাঁদের অভিযোগ, কার্যকর চিকিৎসার অভাবে দীর্ঘ সময় হাসপাতালে পড়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত মা ও গর্ভস্থ সন্তানদু'জনেরই মৃত্যু হয়।স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়েছেন লায়েক। তাঁর কথায়, "চিকিৎসার গাফিলতি এবং হাসপাতালের অব্যবস্থার কারণেই আমার স্ত্রী এবং অনাগত সন্তানকে হারালাম।"

তবে এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কৈলাসহর আরজিএম মহকুমা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ চিরঞ্জীব দেব জানান, প্রথম থেকেই রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং সম্ভাব্য জটিলতার বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের অবগত করা হয়েছিল।তাঁর বক্তব্য,আমরা জানিয়েছিলাম, পরিস্থিতি জটিল হলে এখানে সব ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তা সত্ত্বেও পরিবারের সম্মতি নিয়ে স্বাভাবিক প্রসবের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।ডাঃ দেবের দাবি, সেই অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। রবিবার সকালে কর্তব্যরত এমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার তাঁকে ফোন করে জানান, শিশুটিকে প্রসব করানো যাচ্ছে না এবং পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। খবর পেয়ে তিনি হাসপাতালে পৌঁছন।তাঁর কথায়, রোগীকে পরীক্ষা করে দেখা যায়, শিশুটি প্রসবের অবস্থানে সামনে চলে এসেছে। প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুটিকে বের করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা সফল হয়নি।আর তাই রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে ৫টা নাগাদ রোগীর পরিবারকে জানানো হয় যে, আরজিএম হাসপাতালে আর স্বাভাবিক প্রসব সম্ভব নয় এবং জরুরি ভিত্তিতে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন। এর পরই রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়।চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, "রোগীর তৎকালীন শারীরিক অবস্থা এবং আমাদের চিকিৎসা পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আমার পক্ষ থেকে কোনও চিকিৎসাগত গাফিলতি হয়েছে বলে আমি মনে করি না।"

অন্য দিকে, ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল *সাতের পাতায় দেখুন*

Kaler Alo
কালের আলো
অনলাইন
Kaler Alo
ব্রেকিং নিউজ, আপডেট নিউজ, লাইভ স্ট্রিমিংয়ে ভিডিও নিউজ দেখতে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলের সাথে জুড়ুন

হ য ব র ল

■ জোটের সমীকরণে ক্ষোভ, লুধুয়ায় বিজেপির বুথ কার্যালয়ে আগুন।

উঠল প্রশ্ন

● ছয়ের পাতার পর

কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে উঠে এসেছে ভিন্ন তথ্য।জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ রোহন পাল জানান, রবিবার সকাল আনুমানিক ৭টা নাগাদ নুর জাহানারা বেগমকে আরজিএম মহকুমা হাসপাতাল থেকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেই সময় কর্তব্যরত ছিলেন ডাঃ ধ্রুপদ দাস।ডাঃ পালের দাবি, রোগীর অবস্থা দেখে প্রথমেই তাঁকে অন্যত্র, উন্নত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কারণ, সে সময় জেলা হাসপাতালে কোনও প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন না।তবে পরিবারের সদস্যরা রোগীকে জেলা হাসপাতালেই ভর্তি করানোর অনুরোধ করলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বেড টিকিট দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং রোগীকে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয় বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি।কিন্তু ডাঃ পালের অভিযোগ, রোগীর পরিবার তাঁকে ওই বিভাগে ভর্তি না করিয়ে জেলা হাসপাতাল থেকে অন্যত্র নিয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর তাঁকে ফের জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পান।ডাঃ রোহন পাল বলেন, “প্রথম বার রোগীকে নিয়ে পরিবার যখন জেলা হাসপাতালে এসেছিল, তখনই জানানো হয়েছিল যে, এখানে সে সময় কোনও স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। তাই অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।”তিনি জানান, গত ৩০ অগস্ট হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুমিত দাস ইস্তফা দিয়েছেন। ফলে বর্তমানে ওই বিভাগে কিছুটা চিকিৎসক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে থাকা একমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও সে সময় ছুটিতে ছিলেন। সোমবার তিনি ফের কাজে যোগ দিয়েছেন বলে জানান মেডিক্যাল সুপার।বর্তমানে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্কট রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করছি, খুব দ্রুত অন্তত আরও এক জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে।

ঘটনার বিষয়ে কর্তব্যরত নার্স লক্ষ্মী সিনহা এবং ডাঃ ধ্রুপদ দাসও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জানান, রবিবার সকালে জাহানারা বেগমকে হাসপাতালে আনা হলেও বেড টিকিট দেওয়ার পর তাঁর পরিবার তাঁকে ভর্তি না করিয়ে মহকুমার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফের তাঁকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।ইসিজি-সহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করার পর নুর জাহানারা বেগমের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। এর পর পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আর কোনও কথা না বলেই দেহ বাড়িতে নিয়ে যান।তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও মা ও সন্তানের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

এক দিকে পরিবারের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, অন্য দিকে চিকিৎসকদের দাবি এবং জেলা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্কটএই ঘটনার পর ফের সামনে এল ঊনকোটি জেলার সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার প্রশ্ন।একটি পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন এক তরুণী মা, পৃথিবীর আলো দেখার আগেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর সন্তানের। এই মৃত্যুর দায় কারসেই প্রশ্নের উত্তর এখন খুঁজছেন জাহানারার পরিজন থেকে শুরু করে কৈলাসহরের সাধারণ মানুষও।

কড়াকড়ি

● ছয়ের পাতার পর

চরানো, হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া কিংবা যানবাহনে পশু পরিবহণ করা যাবে না। সীমান্ত থেকে ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে চিনি, শিশু খাদ্য, টায়ার-টিউব, সর্ষের তেল, ডালসহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহন করা যাবে না।

এছাড়া সীমান্ত থেকে ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে থাকা হাট, বাজার ও দোকান রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে না। সূর্যাস্ত থেকে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত সীমান্তবর্তী নদীতে ফেরি চলাচলও বন্ধ থাকবে।

তবে মিলিটারি, প্যারা-মিলিটারি ও রাজ্য পুলিশের চলাচল, পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসকের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও যানবাহন, জরুরি সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মচারী এবং জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না। জেলাশাসকের আদেশে আরও জানানো হয়েছে, নির্ধারিত বিধিনিষেধ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

“কাটমানি খেলে জেলেই যেতে হবে”

আরামবাগ, ৭ সেপ্টেম্বর : ’যে কাটমানি খাবে, তাকে ভেতরে যেতে হবে। কাটমানি খাওয়া নেতা বা আমলাযেই হোক না কেন, কাউকেই ছাড়া হবে না।’ সোমবার আরামবাগে দলীয় বৈঠকে এসে এভাবেই কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।এদিন সাংগঠনিক কাজে আরামবাগে এসেছিলেন মন্ত্রী। আরামবাগের দৌলতপুরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে স্থানীয় বিজেপি কর্মী, নেতা ও বিধায়কদের নিয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক করেন।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ’আগামী ১০ তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কার্যকালের ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সারা জীবন ধরে তিনি জনতার জন্য যে সেবা করেছেন, আমরা তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। সেই উদ্দেশ্যেই সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশব্যাপী এক মাসব্যাপী ”সেবা অভিযান” চলবে। প্রধানমন্ত্রীর জীবনী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের বাড়িতে তাঁর আশীর্বাদের প্রদীপ জ্বালানো হবে।’ তিনি আরও জানান, এই সেবা কার্যক্রম জেলা থেকে শুরু করে মন্ডল ও বুথ স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে এবং এ জন্য দলের সাংসদ, বিধায়ক ও কর্মী-নেতাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।বিগত সরকারের আমলে পঞ্চায়েত স্তরে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, ’দুর্নীতি যেই করুক, কেউ ছাড় পাবে নাশাস্তি তাকে পেতেই হবে। এই কারণেই পঞ্চায়েতগুলিতে ”স্পেশাল অডিট”-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জোটের সমীকরণ

● ছয়ের পাতার পর

দলের শক্তিশালী সাংগঠনিক এলাকাগুলিতেও প্রার্থী দেওয়া না হয়, তাহলে মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।

তবে দলীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তিপ্রা মথার পক্ষ থেকেও পশ্চিম লুধুয়ার সাতটি ওয়ার্ড নিয়ে আসন সমঝোতা এবং বুথ কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে জোটের আসন সমঝোতা একদিকে যেমন নির্বাচনী সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে, তেমনই নিচুতলার কর্মীদের অসন্তোষও আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট দলগুলির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। পশ্চিম লুধুয়ার ঘটনায় সেই অসন্তোষই প্রকাশ্যে এসেছে বলে মনে করছেন অনেকে।

অন্যদিকে, নির্বাচনের আগে দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত এবং কী কারণে আগুন লাগানো হয়েছে, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। আপাতত পশ্চিম লুধুয়া এলাকায় পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন।

সব মিলিয়ে, প্রার্থী বাছাই ও জোটের আসন সমঝোতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম লুধুয়ায় যে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা নির্বাচনের আগে বিজেপির সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কর্মশালা

● চারের পাতার পর

সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি জানান, মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্নিয়া সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণভাবে মৃত্যুর ছয় ঘণ্টার মধ্যে কর্নিয়া সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। তাই কোনও ব্যক্তি চক্ষুদানের অঙ্গীকার করে থাকলে তাঁর মৃত্যুর পর দ্রুত সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবা বা চক্ষু সংগ্রহকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, জাতীয় নেত্রদান পক্ষ শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়। এর মূল লক্ষ্য হল সমাজে চক্ষুদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মানুষকে মৃত্যুর পর চক্ষুদানের অঙ্গীকারে উৎসাহিত করা। একটি মানুষের মৃত্যুর পর তাঁর দান করা কর্নিয়া অন্য একজনের জীবনে নতুন করে দৃষ্টির আলো ফিরিয়ে দিতে পারে। ফলে নেত্রদানকে একটি মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব হিসেবেও দেখা উচিত।

কর্মশালায় বক্তারা চক্ষুদান নিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য জানানো এবং মরণোত্তর চক্ষুদানের বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এই মহৎ উদ্যোগে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।ধলাই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মান্দইয়ে

● ছয়ের পাতার পর

বুবাগ্রার দীর্ঘ আইনি লড়াই এবং আদালতের রায়ের পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয় নিয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে দীর্ঘদিন পর ভিলেজ স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও। তিপ্রা মথা নেতৃত্বের বক্তব্য, ভিলেজ কমিটি হল জনজাতি এলাকার তৃণমূল স্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ায় সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্থানীয় স্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রভাব পড়েছিল। এবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় ভিলেজ স্তরে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গতি আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন তাঁরা।

অন্যদিকে, নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে তৎপরতা বাড়ছে। মান্দাই ব্লকেও ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। ২৩টি ভিলেজ কমিটিতে তিপ্রা মথার মনোনয়ন দাখিলের পর আগামী দিনে নির্বাচনী প্রচারে দল কী কৌশল গ্রহণ করে, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

মাটি চাপা পড়ে শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু পুরশুড়ায়

আরামবাগ, ৭ সেপ্টেম্বর : পাতকুয়া পরিষ্কার বা খোলার কাজ করতে গিয়ে আকস্মিক ধসে মাটি চাপা পড়ে এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পুরশুড়া থানা এলাকার বেরাপাড়ায়। মৃত শ্রমিকের নাম প্রশান্ত পাত্র (৩৮)।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন বেরাপাড়া এলাকায় একটি পাতকুয়া পরিষ্কারের কাজ করছিলেন প্রশান্তবাবু। কাজ চলাকালীন আচমকাই ওপর থেকে বিশাল আকারের মাটির ধস নেমে আসে এবং তিনি মাটির গভীরে চাপা পড়ে যান। ঘটনার আকস্মিকতায় স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে হাত লাগানোর পাশাপাশি খবর দেন পুলিশ ও দমকলে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরশুড়া থানার পুলিশ এবং তারকেশ্বর থেকে আসা দমকল বাহিনীর একটি দল। শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। প্রায় ২ থেকে ৩ ঘণ্টার দীর্ঘ ও কঠিন প্রচেষ্টার পর মাটির নিচ থেকে প্রশান্ত পাত্রকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

উটাবাড়ি

● চারের পাতার পর

স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে অভিভাবকদেরও সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচিতে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ডা. দেবজ্যোতি দাস এবং ডা. তানবি দাস। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিষেবা প্রদানে তাঁদের সহযোগিতা করেন এএনএম কিনাকি দেববর্মা। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও পরিষেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা যায়, রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক শনাক্তকরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদানের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। শিশুদের মধ্যে কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করা গেলে দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে জটিলতা অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি তাঁদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত করতেও এ ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিশুদের সুস্থতা সম্পর্কে অভিভাবক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সচেতন করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সময়ে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে।

জীবন

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করা হলেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তরুণী এই কলেজছাত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সহপাঠী এবং পরিচিতদের মধ্যে গভীর শোক নেমে এসেছে। প্রেমের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ঠিক কী কারণে তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল এবং তার পরেই কেন দিয়া এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনও কারণ বা কারও প্ররোচনা ছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

‘রঙ্গ পরব’

● আটের পাতার পর

করে দিয়েছেডিজিটাল বিনোদনের যুগেও মঞ্চনাটকের আবেদন এখনও মানুষের হৃদয়ে অমলিন।নাট্যোৎসবকে কেন্দ্র করে কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে বসেছিল পশ্চিমবঙ্গের বোলপুর-শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী মেলা। হস্তশিল্প, সংস্কৃতি ও উৎসবের সেই মিলনমেলা নাটকের বাইরেও দর্শকদের জন্য তৈরি করেছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

নাট্যোৎসবের দ্বিতীয় দিনে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি রেনেসাঁ নাট্য সংস্থার তরুণ সদস্যদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করেন। বিভিন্ন দিনে শহর ও রাজ্যের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বও ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে নাটক উপভোগ করেন।তবে পাঁচ দিনের এই বিশাল আয়োজনের আড়ালে ছিল অসংখ্য মানুষের পরিশ্রম, পরিকল্পনা ও নির্ঘুম রাত। আর সেই কর্মযজ্ঞের অন্যতম প্রধান কারিগর রেনেসাঁ সংস্থার অন্যতম কার্যকর্তা, শহরের বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্য নির্মাতা অমরজিৎ সরকার। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, একাগ্রতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং নাটকের প্রতি গভীর ভালোবাসা ‘রঙ্গ পরব’-কে সফলতার শিখরে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছেন সংস্থার সদস্যরা। রেনেসাঁর প্রতিটি কার্যকর্তা তাঁর অবদানের প্রশংসা করেছেন।পাঁচ দিন আগে যে শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু হয়েছিল ‘রঙ্গ পরব’, রবিবার রাতে পর্দা নামার মধ্য দিয়ে তার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু নাটকের কি সত্যিই শেষ আছে?মঞ্চের আলো নিভে যায়, দর্শকরা বাড়ি ফিরে যান, সাজঘর খালি হয়ে পড়েতবুও থেকে যায় সংলাপের রেশ, অভিনয়ের স্মৃতি আর পরবর্তী উৎসবের অপেক্ষা।কৈলাসহরের নাট্যপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে এবারও সেই স্মৃতি হয়ে রইল রেনেসাঁর ‘রঙ্গ পরব’। পাঁচ দিনের এই উৎসব যেন প্রমাণ করে দিলযতদিন মানুষের হৃদয়ে অনুভূতি থাকবে, যতদিন সমাজের গল্প বলার প্রয়োজন থাকবে, ততদিন মঞ্চে আলো জ্বলবে, পর্দা উঠবে, আর মানুষ ছুটে আসবে নাটকের টানে।

দুর্ভোগ

● প্রথম পাতার পর

বক্তব্য, রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবিপি-তে রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক হুইলচেয়ার ও স্ট্রেচার থাকা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে গুরুতর অসুস্থ, আহত কিংবা চলাফেরায় অক্ষম রোগীদের ক্ষেত্রে এই পরিষেবা ছাড়া হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাই কার্যত অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ঘটনাকে ঘিরে আরও একটি প্রশ্ন সামনে এসেছে। জিবিপি হাসপাতালের রোগীদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদরা তাঁদের সরকারি তহবিল থেকে হুইলচেয়ার ও স্ট্রেচার প্রদান করেছেন। পাশাপাশি হাসপাতালের জন্য সরকারি উদ্যোগেও বিভিন্ন সরঞ্জাম কেনা হয়েছে বলে জানা যায়। তাহলে রোগীর প্রয়োজনে সেগুলি কেন পাওয়া যাচ্ছে নাএই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, হাসপাতালে হুইলচেয়ার ও স্ট্রেচারের মতো মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কার, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। রোগীদের অভিযোগ, জরুরি প্রয়োজনে একটি হুইলচেয়ার বা স্ট্রেচার পাওয়ার জন্যও তাঁদের একাধিক জায়গায় ঘুরতে হচ্ছে। ফলে চিকিৎসা নিতে এসে অনেক রোগীকেই অতিরিক্ত শারীরিক কষ্টের মুখে পড়তে হচ্ছে।

এদিন এই বিষয়ে হাসপাতালের মেডিকেল সুপার বিধান গোস্বামী এবং আরএমও বিশ্বজিৎ দেববর্মার বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি। ফলে হুইলচেয়ার ও স্ট্রেচারের ঘাটতি নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

রাজ্যে একদিকে স্বাস্থ্য পরিষেবার আধুনিকীকরণ, মেডিকেল হাব গঠন এবং উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরির কথা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালেই যদি একজন চলাফেরায় অক্ষম রোগীকে বসার টুলে ভর করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়, তাহলে সেই ‘স্বাস্থ্য বিপ্লব’-এর বাস্তব চিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

হুইলচেয়ার ও স্ট্রেচারের মতো রোগীদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি কোথায় রয়েছে, কেন সেগুলি রোগীদের প্রয়োজনে মিলছে না এবং হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা বিষয়টি সম্পর্কে কতটা অবগতএসব প্রশ্নের উত্তর এখন দাবি করছে রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

মামলার জটে

● প্রথম পাতার পর

ডেপুটেশনকারীদের দাবি, সরকার ইতিমধ্যেই শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পদসংখ্যা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। চলতি বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি ইউজিটি পদে ১০৩৬ জন এবং জিটি পদে ১০২০ জনকে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে মার্চ মাসে সংশ্লিষ্ট চাকরিপ্রার্থীদের ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু ভেরিফিকেশন শেষ হওয়ার প্রায় সাত মাস অতিক্রান্ত হলেও এখনও মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, পরীক্ষার্থীদের ভেরিফিকেশনসবকিছু সম্পন্ন হওয়ার পরও মেধাতালিকা প্রকাশ না হওয়ায় তাঁরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে চাকরির অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীদের অনেকের বয়সও বাড়ছে। ফলে দ্রুত মেধাতালিকা প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে টিআরবিটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পরীক্ষার্থীরা জানান, সংশ্লিষ্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সেই আইনি জটিলতার কারণে মামলাগুলির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মেধাতালিকা প্রকাশ বা নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে তাঁদের জানানো হয়েছে।

তবে চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, তাঁরা আইনি জটিলতার বিষয়টি বুঝলেও দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করার ফলে তাঁদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। আদালতের প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, টেট উত্তীর্ণদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে না রেখে যত দ্রুত সম্ভব আইনি জটিলতা কাটিয়ে মেধাতালিকা প্রকাশ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৮৫৬ জন প্রার্থীর মধ্যে ইউজিটি ও জিটি পদপ্রার্থীরা রয়েছেন। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দুই বিভাগ মিলিয়ে মোট ২০৫৬টি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং মার্চে ভেরিফিকেশনও সম্পন্ন হয়। এরপরও মেধাতালিকা প্রকাশ না হওয়ায় চাকরিপ্রত্যাশীদের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে।

নেশা নয়

● প্রথম পাতার পর

অভিভাবকদের উদ্দেশে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, সন্তানদের শুধুমাত্র পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে খেলাধুলার প্রতিও উৎসাহিত করতে হবে। নিয়মিত খেলাধুলা শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নেশার মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে তরুণ প্রজন্মকে দূরে রাখতেও খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস বলেন, রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়া দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। আগামীদিনে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনের জন্য এই প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের ভিত আরও শক্ত করবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, সহকারী সভাধিপতি ভবতোষ দাস, বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং।

এদিন রাজ্যভিত্তিক জুডো প্রতিযোগিতাকে ঘিরে আরসিপিই কমপ্লেক্সে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা খেলোয়াড়দের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতা প্রাঙ্গণ। তিনদিনের এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজ্যের স্কুলস্তরের জুডো খেলোয়াড়রা নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছে। প্রতিযোগিতা থেকে ভবিষ্যতের জাতীয় স্তরের প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসবে বলেই আশা সংশ্লিষ্টদের।

আমেজ

● আটের পাতার পর

এবং সাংগঠনিক তৎপরতা। প্রার্থীরাও ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তবে জাম্পুইজলা আরডি ব্লকের অধীনে আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে জোট বা অ্যালায়েন্সের ভিত্তিতে কোন দল কতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। বিজেপি, আইপিএফটি ও তিপ্রা মথার মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চললেও, চূড়ান্তভাবে কোন দল কতটি আসনে প্রার্থী দেবেএ বিষয়ে এখনও সংশ্লিষ্ট দলগুলির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরও আসন ভাগাভাগির বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে তিন দলের মধ্যে সম্ভাব্য সমঝোতার রূপরেখা কী হবে এবং কোন দল কোন কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তা নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে চলছে নানা আলোচনা।

অন্যদিকে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর এখন নজর থাকবে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই এবং পরবর্তী নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দিকে। আসন সমঝোতা নিয়ে দলগুলির অবস্থান স্পষ্ট হলে জাম্পুইজলা ব্লকের নির্বাচনী লড়াইয়ের চিত্রও আরও পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দশ বছর পর ভিসি নির্বাচনকে ঘিরে জাম্পুইজলার গ্রামীণ এলাকায় যে রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়েছে, তাতে আগামী দিনে প্রচার-প্রচারণা আরও জমজমাট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন দেখার বিষয়, শেষ পর্যন্ত কোন দলের প্রার্থীরা কতটা জনসমর্থন আদায় করতে পারেন এবং নির্বাচনের ফলাফল কোন রাজনৈতিক সমীকরণকে সামনে নিয়ে আসে।

জরুরী ঘোষণা

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপন দেখে যদি কেউ বিজ্ঞাপনদাতা কিংবা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কোন ধরনের শারীরিক, মানসিক, আর্থিক কিংবা অন্য যেকোনও ধরনের ক্ষতি বা প্রতারণার শিকার, তাহলে এর দায় পত্রিকা কতৃপক্ষের নয়।

কালের আলো

Tuesday, 8 September, 2026 ■ মঙ্গলবার, ২১ ভাদ্র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

E-Paper ▸ www.epaper.kaleralo.in | E-mail ▸ kaleralopatrika@gmail.com | News Portal ▸ www.kaleralo.in

■ রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সহ কমিশনের অন্যান্য সদস্য-সদস্যারা।

সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচারের অভিযোগ, পশ্চিম আগরতলা থানায় ডেপুটেশন ডিওয়াইএফআই-এর

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআই(এম) নেতা মানিক সরকার, বর্তমান বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং বাম যুব নেতৃত্ব নবারুণ দেবকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে কুৎসা ও অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সোমবার পশ্চিম আগরতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করল ডিওয়াইএফআই।

এদিন ডিওয়াইএফআই-এর একটি প্রতিনিধি দল পশ্চিম আগরতলা থানায় গিয়ে থানার আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। পরে অভিযুক্তদের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ জমা দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অভিযোগে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ডিওয়াইএফআই নেতৃত্বের অভিযোগ, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন এলাকার রাহুল পাল, খোয়াইয়ের চেবরি বাজার এলাকার লিটন রায় এবং আমতলির দীপঙ্কর চক্রবর্তী সামাজিক মাধ্যমে এই ধরনের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন পোস্ট ও মন্তব্যের মাধ্যমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং বাম যুব নেতৃত্ব নবারুণ দেবকে নিশানা করছেন। বাম যুব নেতৃত্বের দাবি, বিষয়টি নিছক ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে বামপন্থীদের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েই একটি মহল সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে কুৎসা ও অপপ্রচারের আশ্রয় নিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। ডিওয়াইএফআই নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু সেই মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ, মিথ্যা তথ্য প্রচার বা কারও সম্মানহানি করার চেষ্টা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক মাধ্যমের মতো দ্রুত প্রচারযোগ্য প্ল্যাটফর্মে এ ধরনের অপপ্রচার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে বলেও তাঁরা দাবি করেন। ঘটনায় পুলিশকে অভিযোগটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করার আবেদন জানানো হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে করা সংশ্লিষ্ট পোস্ট, মন্তব্য ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ডিওয়াইএফআই নেতৃবৃন্দ। পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়।

আগরতলায় মাদক বিক্রিতে বাধা দেওয়ায় হামলা, বাবা ও দুই ছেলেকে মারধর

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। এলাকায় মাদক বিক্রিতে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাবা ও দুই ছেলেকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে একদল যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় তিনজনই গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে একজন বর্তমানে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এনসিসি থানার অন্তর্গত হাইকোর্ট, গোয়ালা বস্তি ও দিল্লি পাবলিক স্কুল সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগকারী সঞ্জীত রায়ের দাবি, সংশ্লিষ্ট এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই কয়েকজনের বিরুদ্ধে মাদক বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এলাকার যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে দূরে রাখতে তিনি মাদক বিক্রির বিরুদ্ধে সরব হন। অভিযুক্তদের এলাকায় ড্রাগস বিক্রি না করার জন্য বাধা দেওয়াই তাঁর অপরাধ হয়ে দাঁড়ায় বলে অভিযোগ। সঞ্জীত রায়ের অভিযোগ, এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনিল রায়, পিন্টু রায়, আকাশ রায় ও বিকি রায় তাঁর উপর চড়াও হন। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি দেখে সঞ্জীত রায়কে রক্ষা করতে তাঁর ছোট ভাই ও বাবা এগিয়ে এলে তাঁদের উপরও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ পরিবারের।

হামলায় তিনজনই গুরুতর আহত হন। তাঁদের মধ্যে সঞ্জীত রায়ের ছোট ভাইয়ের আঘাত তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় তাঁকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ঘটনার পর সঞ্জীত রায় ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এনসিসি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের দাবি, ঘটনার বিষয়ে পুলিশকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে এবং অভিযুক্তদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, মামলা দায়েরের পরও এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমনকি কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ আহতদের।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জীত রায় বলেন, এলাকায় মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে যদি সাধারণ মানুষকেই এভাবে আক্রান্ত হতে হয়, তাহলে এলাকায় মাদকবিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা কঠিন হয়ে পড়বে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আহত ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, থানায় মামলা দায়ের করার পরও অভিযুক্তরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতে তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন সঞ্জীত রায় ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। একই সঙ্গে এলাকায় মাদক বিক্রির অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসন ও পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

ঘিলাতলিতে জলিল রহমান হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি কৃষক সভার

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই জেলার কল্যাণপুরের ঘিলাতলি এলাকায় পশু ব্যবসায়ী জলিল রহমান হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাল সারা ভারত কৃষক সভা। এই দাবিতে সোমবার সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আইজি-র কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে।

সারা ভারত কৃষক সভার অভিযোগ, গত ২ সেপ্টেম্বর সাতসকালে ঘিলাতলি এলাকায় জলিল রহমানকে পরিকল্পিতভাবে আটক করে রড ও লাঠি দিয়ে নৃশংসভাবে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। নিহত জলিল রহমান সারা ভারত কৃষক সভার সদস্য ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে আইন মেনে পশু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে সংগঠনের দাবি।

জানা গেছে, ঘটনার দিন সকালে একটি বাড়ি থেকে গরু কিনে সেগুলি গাড়িতে করে বাগানবাজারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন জলিল রহমান। ঘিলাতলি এলাকায় পৌঁছানোর পর কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁর পথ আটকায় বলে অভিযোগ। তাঁকে গরু চোর অপবাদ দিয়ে মারধর করা হয় বলে কৃষক সভার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। রড ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধরের জেরে তিনি গুরুতর আহত হন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

জলিল রহমানকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুরকেও দুষ্কৃতীরা মারধর করে গুরুতরভাবে আহত করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কাউকে মারধর বা হত্যা করার অধিকার কারও নেই। নিরপরাধ একজন পশু ব্যবসায়ীকে অপবাদ দিয়ে এভাবে পিটিয়ে হত্যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও উদ্বেগজনক ঘটনা।

এদিন ডেপুটেশন প্রদানকালে কৃষক সভার পক্ষ থেকে প্রাক্তন বিধায়ক রতন দাসসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা রাজ্য পুলিশের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বপ্রাপ্ত আইজি-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

কৃষক সভার প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনায় পুলিশ আধিকারিক জানান, জলিল রহমান হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তাঁর জানা রয়েছে। ঘটনার তদন্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন। এদিকে জলিল রহমান হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘিলাতলি ও পার্শবর্তী এলাকায় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে কোনও ব্যক্তিকে গুজব, অপবাদ বা সন্দেহের ভিত্তিতে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে হামলার শিকার হতে না হয়, সেদিকেও প্রশাসনকে কঠোর নজর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, প্রকৃত দোষীদের শনাক্তকরণ এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে কৃষক সভা তাদের আন্দোলন আরও জোরদার করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে।

মুঙ্গিয়াকামিতে তিপ্রা মথা-র মনোনয়ন জমায় গতি, ১৪ ভিসি-র ৯০ শতাংশ আসনে প্রার্থী

কালের আলো প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীন ১৪টি ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে তিপ্রা মথা দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় জোর গতি এসেছে। সোমবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ পর্যায়ে ব্লকের প্রায় ৯০ শতাংশ আসনে দলের মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

গত শনিবার থেকেই মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকায় তিপ্রা মথা-র মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ওইদিন এমডিসি উৎপল দেববর্মার উপস্থিতিতে ১৪টি ভিলেজ কমিটির প্রায় ৫০ শতাংশ আসনে দলের মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন। এরপর সোমবার বাকি আসনগুলিতে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজে আরও তৎপরতা দেখা যায়।

এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে তিপ্রা মথা-র মনোনীত প্রার্থীরা নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে সংশ্লিষ্ট দফতরে মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনাও লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচনী প্রস্তুতিতে সংগঠনের সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রতিটি ভিলেজ কমিটিতে শক্তিশালীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বার্তাও দিয়েছে দলটি।

দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করাই তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য। প্রতিটি এলাকায় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে তাঁদের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে তিপ্রা মথা। সেই লক্ষ্যেই প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে মনোনয়ন জমা পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ায় দলীয় নেতৃত্ব বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

এদিকে, শনিবার প্রায় ৫০ শতাংশ আসনে মনোনয়ন জমা পড়ার পর মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে তা বেড়ে প্রায় ৯০ শতাংশে পৌঁছানোয় দলীয় শিবিরে স্বস্তি ও উৎসাহ তৈরি হয়েছে। এমডিসি উৎপল দেববর্মা জানান, বাকি আসনগুলিতেও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। ফলে মনোনয়ন পর্ব সম্পূর্ণ হওয়ার পর মুঙ্গিয়াকামির ১৪টি ভিলেজ কমিটিকে ঘিরে তিপ্রা মথা-র নির্বাচনী প্রচার ও সাংগঠনিক তৎপরতা আরও বাড়বে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে ঘিরে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের রাজনৈতিক পরিবেশ ইতিমধ্যেই সরগরম হয়ে উঠেছে। মনোনয়ন পর্ব শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন দলের প্রার্থী তালিকা এবং নির্বাচনী প্রচারের ওপরই এখন নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের।

দশ বছর পর ভিসি নির্বাচন ঘিরে জাম্পুইজলায় উৎসবের আমেজ

কালের আলো প্রতিনিধি, জাম্পুইজলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচনকে ঘিরে জাম্পুইজলা ব্লক এলাকায় তৈরি হয়েছে উৎসবের আমেজ। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা তুঙ্গে। বিভিন্ন দলের প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা। কোথাও গান-বাজনা, কোথাও আবার ঢোলের তালে প্রার্থীদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে মনোনয়ন জমার শেষ পর্বে জাম্পুইজলা আরডি ব্লক চত্বর কার্যত রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের জমায়েতে সরগরম হয়ে ওঠে।

ভিসি নির্বাচন ২০২৬-এর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ মুহূর্তে জাম্পুইজলা আরডি ব্লকে নিজেদের প্রার্থীদের নিয়ে মনোনয়ন জমা দেয় বিজেপি, আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথা। দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে ব্লক চত্বরে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রার্থীদের সমর্থনে স্লোগান, বাদ্যযন্ত্র এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

দীর্ঘদিন পর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামীণ এলাকার রাজনৈতিক পরিসরেও এর প্রভাব পড়েছে। নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে জয়ী করতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকরা মাঠে নামতে শুরু করেছেন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে জনসংযোগ *সাতের পাতায় দেখুন*

নাটকের আলোয় পাঁচ দিন স্মৃতি রেখে শেষ 'রঙ্গ পরব'

● অনুপম পাল ●

কালের আলো প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ সেপ্টেম্বর।। পাঁচ দিন ধরে নাটকের আলোয় আলোকিত ছিল কৈলাসহর। কখনও মঞ্চে জীবনের গল্প, কখনও সমাজের প্রতিচ্ছবি, কখনও লোকজ সংস্কৃতির রঙ, আবার কখনও অভিনয়ের মুগ্ধতায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল দর্শকাসন। রবিবার রাতে পর্দা নামল রেনেসাঁ সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী জাতীয় নাট্যোৎসব 'রঙ্গ পরব'-এর। কিন্তু উৎসব শেষ হলেও নাট্যপ্রেমী মানুষের হৃদয়ে রেখে গেল একরাশ স্মৃতি, আবেগ এবং আগামী দিনের অপেক্ষা।

রেনেসাঁ সাংস্কৃতিক সংস্থার এগারো বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছিল এই পাঁচ দিনব্যাপী জাতীয় নাট্যোৎসব। কৈলাসহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই উৎসব যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। নাট্যোৎসবের সূচনা হয়েছিল এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার মাধ্যমে। কৈলাসহর প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে পৌঁছায়। শোভাযাত্রায় শিশুদের 'যেমন খুশি সাজো' ছিল বিশেষ আকর্ষণ। পাশাপাশি গাজন, কাঠি নাচ এবং লোকসংগীত শহরের মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বাংলার চিরচেনা লোকজ সংস্কৃতির আবহে। শহরের রাজপথ যেন সেদিন কিছুক্ষণের জন্য হয়ে উঠেছিল এক উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চ।

উদ্বোধনী দিনের আনুষ্ঠানিকতার পর শুরু হয় নাটকের মূল পর্ব। ৩ সেপ্টেম্বর নাট্যোৎসবের দ্বিতীয় দিনে মঞ্চস্থ হয় কলকাতার নাট্য সংস্থা থিয়েটার সাইন প্রযোজিত নাটক 'বাঘ'। কলকাতার নাট্যচর্চার নিজস্ব শক্তিশালী ভাষা ও অভিনয়শৈলী নিয়ে নাটকটি দর্শকদের সামনে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। একই দিনে কৈলাসহরের শিশু নিকেতন প্রযোজিত নাটক 'তুইসাস আর্থ ভার্স' মঞ্চস্থ হয়। স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে এই প্রযোজনা বিশেষভাবে দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। ৪ সেপ্টেম্বর খোয়াইয়ের কালচারাল ক্যাম্পেইন প্রযোজিত লোকআঙ্গিকের নাটক 'চড়ক' নাট্যপ্রেমীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বাংলার লোকজ ঐতিহ্য, গ্রামীণ জীবন ও সাংস্কৃতিক শিকড়ের আবহ নাটকটিকে অন্য মাত্রা দেয়। একইসঙ্গে কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত লোকসংগীত দর্শকদের উৎসবের আবহে আরও মাতিয়ে তোলে। ৫ সেপ্টেম্বর নাট্যোৎসবের মঞ্চে আসে ধর্মনগরের ইচ্ছে ডানা নাট্যদলের প্রযোজিত নাটক 'শো ম্যান'। নাটকটি তার বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে দর্শকদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। একই দিনে রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতিবেশী আসামের শ্রীভূমি জেলার রং মশাল নাট্যদল মঞ্চস্থ করে নাটক 'ভৌতিক'। ভিন্ন রাজ্যের নাট্যশিল্পীদের অংশগ্রহণ 'রঙ্গ পরব'-কে সত্যিকার অর্থেই একটি জাতীয় নাট্যোৎসবের রূপ দেয়। ৬ সেপ্টেম্বর, উৎসবের শেষ দিনে আগরতলার নাট্য ভূমি প্রযোজিত নাটক 'ঘুন' মঞ্চস্থ হয়। সমাজ ও জীবনের অন্তর্লীন ক্ষয়, সংকট ও বাস্তবতার প্রতীকী উপস্থাপনা নিয়ে নাটকটি দর্শকদের ভাবিয়ে তোলে। শেষ দিনের দ্বিতীয় প্রযোজনা ছিল ধর্মনগরের লার্নার নাট্যদলের নাটক 'অনুপস্থিত'। উৎসবের শেষ লগ্নে এই নাটক দুটি যেন দর্শকদের কাছে নাটকের ভাষায় জীবনের নানা প্রশ্ন তুলে দিয়ে যায়। আরও দুটি নাট্যদলের 'রঙ্গ পরব'-এ অংশগ্রহণের কথা থাকলেও ৪৮ ঘণ্টার ত্রিপুরা বন্ধের কারণে তারা কৈলাসহরে পৌঁছাতে পারেনি। তবুও সেই প্রতিকূলতা উৎসবের সাফল্যে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি।

প্রতিদিনই ঊনকোটি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে নাট্যপ্রেমী মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে শেষ দিনের দৃশ্য ছিল সবচেয়ে আবেগঘন। দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় প্রমাণ *সাতের পাতায় দেখুন*

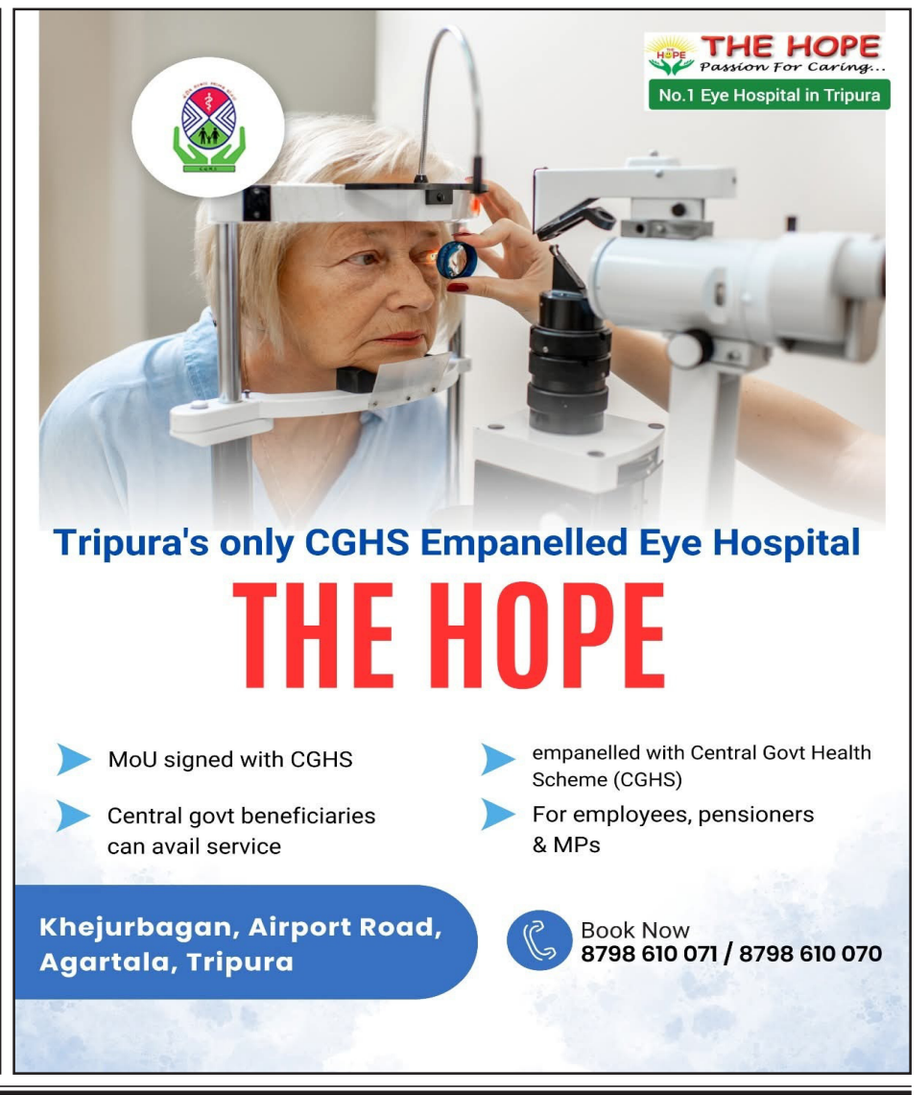

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক গোবিন্দ দেবনাথ কর্তৃক সাহাপাড়া, বনকুমারী, যোগেন্দ্রনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০৪ থেকে প্রকাশিত।
প্লেনেট কম্পিউটার, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে মুদ্রিত। যোগাযোগ- ৯৪৩৬৫৮৭৬৬২ । সম্পাদক ঃ গোবিন্দ দেবনাথ

Owner, Publisher & Printer : Gobinda Debnath. Published from Sahapara, Bankumari, Jogendranagar, Agartala, West Tripura - 799004.
Printed from Planet Computer, Laxminarayan Bari Road, Agartala, West Tripura - 799001. Contact- 9436587662. Editor : Gobinda Debnath